সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

(সংস্কৃত কাব্য, নাটক, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্রাদি হইতে
উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ এবং তাহাদের
বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

শান্তিপুর মিউনিসিপাল ইংরেজি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক
শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস বি, এ, সঙ্কলিত।

উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

Printed by J. N. Bose,
Wilkins Press, College Square
CALCUTTA.

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

উৎসর্গ পত্র।

মা!

তোমাকে হারাইয়া অবধি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিখিয়াছি

তুমি ভিন্ন

এ সংসারে মনের দুঃখ কেহ বুঝে না;

তোমার শ্রীমুখ হইতে

যে পীযূষপূরিত পবিত্র ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম সেই

মাতৃভাষা

ব্যতীত আর কোন ভাষায় প্রাণের বেদনা

ব্যক্ত করা যায় না;

প্রসব করিয়া তুমি আমাকে

যে ভারতের ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াছিলে, সেই সুশীতল

মাতৃভুমি

ব্যতীত আর কোথাও প্রাণ জুড়ায় না;

তাই মা!

মাতৃভাষা ও মাতৃভুমির হিতকল্পে রচিত এই প্রস্তাব

তোমার শ্রীচরণোদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।

তুমি

স্বর্গরাজ্য হইতে তোমার দীন ও অকৃতি-সন্তানের এই

প্রথম উদ্যমের উপর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও।

বিষয়ানুবন্ধ।

পঠিত প্রবন্ধের ভূমিকা।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
লেখকের দুরূহ প্রস্তাবে হস্তার্পণের হেতু নির্দ্দেশ	...	৯
জাতীয় ভাষার অনুশীলনই জাতীয় গৌরবের নিদান	...	৯
সাংসারিক হিসাবে ইংরেজি শিক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা		১০
বিদেশীয় ভাষার জ্ঞান মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে নিয়োগ সম্বন্ধে যুক্তি		১১

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন জনসাধারণের অপ্রীতিকর কেন ?	...	১৩
ইংরেজি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংস্কৃতের অনাদর	...	১৩
ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি ও সংস্কৃতজীবি পণ্ডিতের পার্থক্য	...	১৪
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সাংসারিক উন্নতির হেতুভূত নহে	...	১৫
সংস্কৃত ভাষাকে মৃতভাষা না মনে করিবার যুক্তি	...	১৫
ভারতের অধিকাংশ সভ্য ভাষার সহিত সংস্কৃতের নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ	...	১৫-১৬
আর্য্যধর্ম্মে মন্ত্রসাধন ও উপাসনা কার্য্যে সংস্কতের অপরিহার্য্যতা		১৬
সংস্কৃত ভাষার অনাদর পাপ বা অপকর্ম্ম কেন ?	...	১৭
সামাজিক প্রকৃতি অনুসারে ভাষার উৎপত্তি ও গঠন	...	১৭
সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ পবিত্রতা	...	১৮
সংস্কৃত ভাষা হিন্দুগণের জাতীয় সাহিত্য কেন ?	...	১৯
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সৌন্দর্য্য জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়	...	১৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন অন্যান্য ভাষার অধ্যয়ন অপেক্ষা সমধিক উন্নতিসাধক ও জ্ঞানপ্রদ	২০
সংস্কৃত ভাষা অতীব সুমধুর এবং জীবনের প্রধান উপভোগ্য সামগ্রী	২০
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বিপন্ন ও নিরাশ ব্যক্তির হিতকর বন্ধু	২০
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন বিবেক ও বৈরাগ্যসম্পন্ন ব্যক্তির একমাত্র আশ্রয়	২১
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রেমান্ধ ব্যক্তির পথপ্রদর্শক ...	২১
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন স্ত্রীবিদ্বেষী ব্যক্তির দৃষ্টিদোষ-নাশক	২২
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির একমাত্র অবলম্বন	২২
ভারতের অভাব ও তৎপরিমোচনে নিঃস্বার্থ ও সানুরাগ চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা	২৩
ভারতের অত্যুন্নত প্রাচীন আদর্শ সমূহের অবনতি ..	২৪
অশ্রুমুখী জননীর আহ্বান	২৫
ভারতের মঙ্গলের নিমিত্ত দেবতা ও লোকপালগণের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা	২৫-২৬

সংস্কৃত শ্লোকমালা।

কোন্ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

কেয়ূর সকল পুরুষের ভূষণ নহে (নীতিশতক) ...	২৭
সংসার বিষবৃক্ষের দুইটি অমৃতময় ফল (হিতোপদেশ) ...	২৮
পরমাত্মার বন্দনা (চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবত) ...	২৯
পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) ...	২৯
ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের স্তব (শ্রীমৎভগবদ্গীতা)	৩০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিশ্বজননীর নিকট ভক্ত সন্তানগণের প্রার্থনা (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)	৩২
ভগবৎ সাক্ষাৎকারে কর্ম্মক্ষয় ও আনন্দ (মুণ্ডকোপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ)	৩৩
মহর্ষি মনুর নিত্যপ্রয়োজনীয় উপদেশ (মনুসংহিতা) ...	৩৪
পরলোকে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা (মনুসংহিতা) ..	৩৫
শ্মশান-চিত্র (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)	৩৭
মৃত্যুভয়ে প্রবোধবাক্য (শ্রীমৎভগবদ্গীতা, শিবগীতা ও উপনিষদ্)	৩৯
গুরুতত্ত্ব ও গুরুস্তব (গুরুগীতা)	৪০
মাতৃপিতৃতত্ত্ব ও মাতাপিতৃস্তোত্র (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ) ...	৪১-৪২
মাতৃপিতৃ সেবা (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র) . . .	৪৪
গঙ্গা যমুনা সঙ্গম বর্ণনা (রঘুবংশ)	৪৫
সমুদ্র বর্ণনা ঐ ...	৪৬
বিষ্ণু স্তব ঐ .. .	৪৭
অজবিলাপ ঐ	৪৮
সীতা বিরহে রামচন্দ্রের বিলাপ (মহানাটক) ..	৪৯
বিষবৃক্ষ ও বঙ্গসুন্দরী	৫০-৫২
মহাদেব কর্ত্তৃক শক্তিতত্ত্ব বর্ণনা (দেবীপুরাণ) ...	৫৩
শক্তিতত্ত্ব (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)	৫৩
কুশের চারিত্রবল (রঘুবংশ)	৫৫
রঘুবংশীয় রাজন্যবর্গের চরিত্র (রঘুবংশ)	৫৫
হিমালয় বর্ণনা (কুমারসম্ভব)	৫৬
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা ঐ	৫৭
শিব দর্শনে শিবানীর সাত্ত্বিকভাব (কুমারসম্ভব) ...	৫৮
ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তির তত্ত্ব ঐ	৫৯

বিষয়। পৃষ্ঠা।

হরপার্ব্বতীর বিবাহ ও ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদ (কুমারসম্ভব) ... ৬০
কালিদাসের বিনয় ও ভবভূতির গর্ব্ব (অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তরচরিত) ৬০-৬১
রঘুবংশ সূচনায় কালিদাসের বিনয় (রঘুবংশ) ... ৬১
নিকৃষ্ট জীবের প্রতি স্নেহ ও দয়া (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ... ৬২
ঋষি কণ্বের তপোবন বর্ণনা ঐ ... ৬৩
উচ্চতর মুনিগণের তপোবন বর্ণনা ঐ ... ৬৪
বিষয়ী ও তপস্বীর প্রভেদ ঐ ... ৬৪
শকুন্তলা বিদায়ে কণ্বের মমতা ঐ ... ৬৫
শকুন্তলাকে গৃহধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দান ঐ ... ৬৫
শকুন্তলার প্রস্থানে ঋণনির্ম্মুক্ত ঋষির আনন্দ (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ৬৬
মনুষ্যহৃদয়ের একটি নিগূঢ় তত্ত্ব (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ... ৬৭
মনুষ্যের দশা পরিবর্ত্তন (অভিজ্ঞান শকুন্তল ও হর্ষচরিত) ৬৮
পতিপ্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার চিত্র (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ... ৬৯
বনবাসিনী সীতাদেবীর চিত্র (রঘুবংশ) ৬৯
সীতার স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা (উত্তররামচরিত) ... ৬৯
অভিজ্ঞান শকুন্তল ত্যাগে সঙ্কলয়িতার দুঃখ (অভিজ্ঞান শকুন্তল) ৭০
সীতাবিরহে রামচন্দ্রের মর্ম্মভেদী শোক (উত্তররামচরিত) ৭০-৭১
রামচন্দ্রের শোকের পূর্ণোচ্ছ্বাস ঐ ... ৭২
বাল্যকালের সুখস্মৃতি ঐ ... ৭৩
রামচন্দ্রের সীতাদেবীকে আদর ঐ ... ৭৩
বাসন্তীমুখে সীতার প্রতি রামচন্দ্রের পূর্ব্ব প্রেম বর্ণনা (উত্তররামচরিত) ৭৪
বাসন্তীর রামচন্দ্রকে ধিক্কার প্রদান ঐ ৭৫
সীতা বিসর্জ্জনে সঙ্কলয়িতার খেদ ও প্রবোধ ৭৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রামচন্দ্রের প্রণয়োক্তিতে শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ (গীতগোবিন্দ)	৭৬
যক্ষপত্নীর রূপ ও প্রণয়ব্যথা বর্ণনা (মেঘদূত) ...	৭৭
সাগরিকার প্রতি মহারাজ উদয়নের প্রেম (রত্নাবলী) ...	৭৮
বাসবদত্তার প্রতি মহারাজের কৌশলময় বাক্য ঐ ...	৭৮
দারিদ্র্য-বর্ণনা (মৃচ্ছকটিক)	৭৯
বেশ্যাগণের চাতুরী-বর্ণন (মৃচ্ছকটিক)	৮০
পুত্রই দেহের প্রতিকৃতি ঐ	৮০
ধর্ম্মশীল ব্যক্তির মৃত্যুকে উপেক্ষা ঐ	৮১
মাঘ, ভারবি প্রভৃতি কবিগণ সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার নিবেদন	৮১
শ্রীকৃষ্ণের নিকট নারদের আগমন (শিশুপাল বধ) ...	৮২
যুধিষ্ঠিরের নিকট বেদব্যাসের আগমন (কিরাতার্জ্জুনীয়) ...	৮৩
বেদব্যাসের নিকট অর্জ্জুনের দীক্ষাগ্রহণ ঐ ...	৮৩
সীতাহরণকালে রাবণের ছদ্মবেশ (ভট্টিকাব্য) ...	৮৪
নৈষধকাব্য সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার নিবেদন ও নলরাজার কীর্ত্তিবর্ণন (নৈষধ চরিত)	৮৫
কাব্যশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার মন্তব্য ...	৮৬
রাগিণী বিভাষিকা ও রাগবসন্তের মূর্ত্তি বর্ণনা (হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্র)	৮৭
খাদ্যদ্রব্যে বিষপরীক্ষার উপায় (শুক্রনীতি) ...	৮৮
কামিনীগণের মোহিনীশক্তি বর্ণন ঐ	৮৮
স্বার্থহীন ও স্বার্থপর মনুষ্য (নীতিশতক)	৯০
বিষয়ভোগের ক্ষুদ্রতা ও নীচত্ব ঐ	৯০
বিদ্যা হইতে অর্থলাভের অসম্ভাবনা (শান্তিশতক) ...	৯১
ব্রহ্মলাভে উপদেশদান ঐ ...	৯১
কামাহত চিত্ত ও ব্রহ্মধ্যাননিরত আত্মা ঐ ...	৯১

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
যোগিগণের নির্ভীকতা	ঐ	...	৯২
বিষয়ী ও যোগীর প্রভেদ	ঐ	...	৯২
বৈরাগ্যে অভয় (বৈরাগ্যশতক)	...	...	৯২
যোগীর প্রার্থনা ঐ ...	...	...	৯৩
ভক্ত বৈষ্ণবের প্রার্থনা (চৈতন্যচরিতামৃত) ...		...	৯৩
কৌপীনধারী আত্মজ্ঞানীর প্রশংসা (কৌপীনপঞ্চক)		...	৯৩
সংসারের অনিত্যতা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন (মোহমুদ্গর) ...			৯৪
ব্রহ্মজ্ঞানীর শান্তি ও স্বাধীনতা ও তন্ত্রবর্ণিত কৌল সম্বন্ধে মন্তব্য (অষ্টাবক্র-সংহিতা)	...	...	৯৫-৯৬
বিশ্বপাতার স্তোত্র (ব্রহ্মসংহিতা)	...	...	৯৮
বসন্তঋতু বর্ণনা (গীতগোবিন্দ)	...	...	৯৯
শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের চাটূক্তি (গীতগোবিন্দ)		...	১০০
ব্রজঙ্গনাগণের বিরহগীতি (শ্রীমৎভাগবত) ..		...	১০২
ভক্তিশাস্ত্রে আদিরসাশ্রিত শ্লোকসন্নিবেশের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার মন্তব্য ...	...	...	১০৪
ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত ভক্তের লালসা (শ্রীমৎভাগবত)		...	১০৪
ভক্তের নিকট ভগবানের বশ্যতা স্বীকার	ঐ	...	১০৫
শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ	ঐ	...	১০৬
ভগবদ্‌লীলা সম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার মন্তব্য	...	...	১০৭-১০৯
অন্তর্বাহে হরিদর্শন (নারদপঞ্চরাত্র)	...	...	১১০
ভগবানের মনোহর বপু (কৃষ্ণকর্ণামৃত)	...	...	১১০
ভগবদ্দর্শনের জন্য ভক্তের কাতরতা (কৃষ্ণকর্ণামৃত)		...	১১০-১১১
ভক্তের স্বভাব (চৈতন্যচরিতামৃত)	...	...	১১১
শ্রীকৃষ্ণনামের মাধুর্য্য ও গৌরব ঐ	...	...	১১১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের বিজয় ঘোষণা (চৈতন্যচরিতামৃত)	১১২
গ্রন্থের উপসংহার ও সঙ্কলয়িতার মন্তব্য ...	১১২-১১৩
ভগবানের ভক্তবাৎসল্য (ভগবদ্গীতা)	১১৩
ভগবচ্চরণে ভক্তের আত্মনিবেদন (হিন্দুসৎকর্ম্মমালা) ...	১১৪

লেখকের নিবেদন।

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক এই প্রস্তাব প্রথমতঃ ইংরেজি ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ ছাত্রসমাজের হিতার্থই ইহা লিখিত হয়। এই প্রস্তাব ছাত্রগণ ও বিদ্বজ্জনমণ্ডিত একটি সভায় পঠিত হইলে পর, বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, বঙ্গ ভাষায় রচিত হইলে বোধ হয়, এই প্রবন্ধের দ্বারা ছাত্রগণের অধিকতর মঙ্গল হইতে পারে। তাই এ স্থলে ইংরেজি প্রবন্ধটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইচ্ছা করিলে আমি স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গালায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে পারিতাম; কিন্তু যখন ইংরেজি প্রবন্ধও মুদ্রিত হইতেছে, তখন আর বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র কিছু না লিখিয়া উহারই অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম। বিশেষতঃ এইরূপ অনুবাদে অল্পশিক্ষিত ছাত্রগণের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। অনুবাদের সাহায্যে তাঁহারা ইংরেজি প্রবন্ধটি বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন।

যাঁহারা ইংরেজি ভাল বুঝেন না, তাঁহাদিগেরই উপকারার্থ আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বঙ্গানুবাদটিকে ভাবানুগত না করিয়া, অনেক পরিমাণে পদানুগত করিয়াছি। ইহাতে অবশ্য ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। দুই এক স্থলে ইংরেজি রচনার রীতি সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি করিব, বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, প্রকৃত মঙ্গলের দিকেই আমার দৃষ্টি অধিক। ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমার বর্ণনীয় বিষয় সুস্পষ্ট করিবার নিমিত্ত, আমি মধ্যে মধ্যে নূতন শব্দ যোজনা করিয়াছি, এবং দুই এক স্থলে একটু ভাবেরও পরিবর্ত্তন করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোন প্রকৃত ব্যতিক্রম ঘটে

নাই। এক্ষণে আমার সানুনয় প্রার্থনা, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা-স্থল ছাত্রমণ্ডলী যেন উভয় প্রবন্ধই যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন এবং প্রবন্ধ-নিবদ্ধ বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করেন।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যাদি হইতে শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিয়া আর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে ইংরেজির ভাগ অল্প ছিল। সংস্কৃত শ্লোক সমূহ এবং প্রধানতঃ তাহাদের বাঙ্গালা অনুবাদেই প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ হইয়াছিল। বিশেষ এক প্রবন্ধে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙ্গালা, তিন বিভিন্ন ভাষার একত্র সমাবেশ-হেতু প্রবন্ধটি মার্জ্জিত রুচি-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ঐ প্রবন্ধের ইংরেজি অংশ এককালে ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশ "শ্লোক-মালা" নাম দিয়া পূর্ব্বপ্রবন্ধের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম।

শ্লোক-সংগ্রহ বিষয়ে আমার দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত সাহিত্যের সমুজ্জল রত্ন—হিন্দুর মহা-গৌরব-ময় অতুল্য গ্রন্থ। বোধ হয় জগতের কোন ভাষায়, কোন কালে এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কিন্তু আমি ঐ দুই গ্রন্থ হইতে কোন শ্লোক উদ্ধৃত করি নাই। না করিবার হেতু এই, আমার মনে হইল, দুই চারিটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ বিরাট গ্রন্থদ্বয়ের সৌন্দর্য্য বা গুরুত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিলে, আমার তাঁহাদিগকে সম্মাননা করার পরিবর্ত্তে অবমাননা করাই হইবে। তবে মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্গীতার কথা স্বতন্ত্র। গুণবহুলা বলিয়া গীতা এক্ষণে সর্ব্বত্রই স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে সমাদৃত। তাই আমি দুই এক স্থলে ঐ মহামান্য গ্রন্থের আশ্রয় লইয়াছি।

এ স্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। ব্যস্ততা প্রযুক্ত এবং সময়ের অসদ্ভাব নিবন্ধন আমি উদ্ধৃত শ্লোক সমূহ সুন্দররূপে

শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি নাই। প্রথমে উপনিষদাদি হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, পরে কাব্য ও নাটক সকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। পরে যোগ শাস্ত্রাদি এবং সর্ব্বশেষে ভাগবত ও অন্য দুই এক খানি ভক্তিগ্রন্থ হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছি। ইহাতে ধারাবাহিকরূপে কোন রসকে প্রবল রাখা অসম্ভব হইয়াছে। এই অনিবার্য্য রসভঙ্গের নিমিত্ত পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদ্যপি এই পুস্তকের কখন পুনর্মুদ্রাঙ্কণের প্রয়োজন হয়, তবে সেই সময়ে শ্লোকগুলি সুশৃঙ্খলাযুক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

আমার উদ্ধৃত শ্লোকগুলিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ কথা কখনই বলি না। বরং সরল ভাবে স্বীকার করিতেছি যে, আমার নির্ব্বাচিত শ্লোক সমূহ ব্যতীত সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে ভূরি ভূরি অত্যুৎকৃষ্ট শ্লোক অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার সংস্কৃত জ্ঞান অতি সামান্য। তাহাতে সৌন্দর্য্যদৃষ্টিও তত প্রখরা নহে। সুতরাং আমার অশিক্ষিত চক্ষুতে যাহা ভাল লাগিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দিলাম। সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ এ বিষয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের দ্বারা যদ্যপি গৌরবময়ী সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিন্মাত্র গৌরবও বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, তবেই আমি আমার উদ্যম ও শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক বিবেচনা করিব।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, দুই চারিটি অনুবাদ ব্যতীত এই গ্রন্থোদ্ধৃত প্রায় সমস্ত অনুবাদই প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও টীকাকারগণের কৃত। যে মহানুভব গ্রন্থকারগণের গ্রন্থ হইতে আমি ঐ সমস্ত অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। অনুবাদ বিষয়ে আমি বহু মহাত্মারই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এ স্থলে তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব। কিন্তু দুই চারিটি নাম না করিলে, আমার হৃদয় কোনরূপেই সুস্থির হইতেছে না। শ্রীযুক্ত

পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কৃত রঘুবংশাদির টীকা ও অনুবাদ, পণ্ডিত শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল কৃত "উত্তর চরিতে"র বঙ্গানুবাদ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত "কালিদাসের গ্রন্থাবলী", শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "যোগাম্বুধি" ও অন্যান্য গ্রন্থ, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "পঞ্চগীতা" প্রভৃতি, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামি-সংগৃহীত "শ্রীকৃষ্ণলীলা" এবং সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ হইতে আমি সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ সকল মহাত্ম-গণের অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া আমি প্রয়োজনানুরোধে দুই এক স্থলে ঐ সকল অনুবাদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও করিয়াছি। স্বল্পজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধসৌকর্য্যার্থেই আমার এইরূপ চেষ্টা। ইহাতে যদ্যপি কোনরূপে তাঁহাদিগের কৃত অনুবাদের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া থাকি, তবে প্রণতশিরে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দুই চারিটি অনুবাদ আমি নিজে করিয়া দিয়াছি। কিন্তু পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় আমার অধিকার সামান্য। সুতরাং আমার কৃত অনুবাদ সম্ভবতঃ নির্দ্দোষ হয় নাই। যাহা হউক, সুধীগণ সমীপে আমার করযোড়ে প্রার্থনা, আমার উদ্দেশ্য নিন্দনীয় নহে, এই মাত্র বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা আমার গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় ও অনুবাদাদিতে যে কিছু ত্রুটি দর্শন করিবেন, তাহা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করেন।

পরিশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, "বাসুদেব-বিজয়" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য-প্রণেতা ভক্তিভাজন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ন ও আমার পূজ্যপাদ আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল গোস্বামী, উভয়েই অনুগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়াছেন এবং ইহার উৎকর্ষ সাধনকল্পে আমাকে বহু সৎপরামর্শ

প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। এ জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

অন্যান্য যে সকল মহাত্মা ও বন্ধুবান্ধব কৃপা করিয়া আমার এই প্রবন্ধ পাঠ বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই আমি এই সঙ্গে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইতি ৪ঠা বৈশাখ। ১৩১২ সাল।
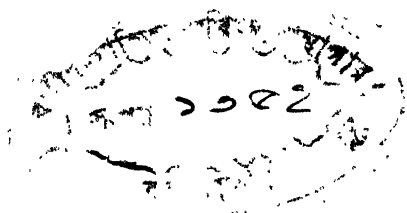
সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন বিষয়ক প্রস্তাব।

(বঙ্গানুবাদ।)

"আমার মা কাঁদিলেন। কৈ আমি ত কাঁদিতে পারিলাম না। আমার হৃদয়ে যে শোকবহ্নি চিরদিনের মত নিরুদ্ধ থাকিয়া গেল। আমি একা একাই শোক জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলাম।"

কার্লাইলের সার্টর রিজার্টস্।

পঠিত প্রবন্ধের ভূমিকা।

প্রাচীনত্ব, দুরূহত্ব এবং সর্ব্বাঙ্গপুষ্টত্ব বিষয়ে যে ভাষা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে অগ্রগণ্যা, যে ভাষাকে আয়ত্ত করিতে কঠোর পরিশ্রমশীল পণ্ডিতগণেরও আজীবন অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেই মহতী ভাষার সম্বন্ধে আমার ন্যায় অগভীর ও পল্লবগ্রাহী ছাত্র কেন যে অদ্য এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে সাহসী হইতেছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমার দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যুৎপত্তি আছে, ইহা বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত আমি এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি না। আমি এরূপ নির্ব্বোধ বা বৃথাগর্ব্বিত নহি যে, কবি যে অল্পবিদ্যাকে ভয়ঙ্করা বলিয়া গিয়াছেন, আমি আমার সেই অল্প বিদ্যা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি। তবে একটি বিষয়ে আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিতেছে। আমার মনে হইতেছে, হিন্দু সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে পালিত হইয়া, শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের, বিশেষতঃ, ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়া দেওয়া আমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই বাহুল্য যে, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতিই মহত্ত্ব বা গৌরব লাভে সমর্থ হয় না। বেকন বা মিল্টনের ন্যায় সুপণ্ডিতগণ যদ্যপি ইংরেজি-সাহিত্যে কোন গ্রন্থ না লিখিয়া, লাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি মাত্র রাখিয়া যাইতেন, তবে ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে অল্পই গ্রাহ্য করিতেন। আমাদের মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যদ্যপি আপনাদিগের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট

পঠিত প্রবন্ধের ভূমিকা।

প্রাচীনত্ব, দুরূহত্ব এবং সর্ব্বাঙ্গপুষ্টত্ব বিষয়ে যে ভাষা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মধ্যে অগ্রগণ্যা, যে ভাষাকে আয়ত্ত করিতে কঠোর পরিশ্রমশীল পণ্ডিতগণেরও আজীবন অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেই মহতী ভাষার সম্বন্ধে আমার ন্যায় অগভীর ও পল্লবগ্রাহী ছাত্র কেন যে অদ্য এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে সাহসী হইতেছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমার দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষায় যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যুৎপত্তি আছে, ইহা বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত আমি এই প্রবন্ধ পাঠ করিতেছি না। আমি এরূপ নির্ব্বোধ বা বৃথাগর্ব্বিত নহি যে, কবি যে অল্পবিদ্যাকে ভয়ঙ্করী বলিয়া গিয়াছেন, আমি আমার সেই অল্প বিদ্যা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছি। তবে একটি বিষয়ে আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিতেছে। আমার মনে হইতেছে, হিন্দু সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে পালিত হইয়া, শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের, বিশেষতঃ, ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়া দেওয়া আমার একটি বিশেষ কর্ত্তব্য। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই বাহুল্য যে, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ব্যতীত কোন জাতিই মহত্ত্ব বা গৌরব লাভে সমর্থ হয় না। বেকন বা মিল্টনের ন্যায় সুপণ্ডিতগণ যদ্যপি ইংরেজি-সাহিত্যে কোন গ্রন্থ না লিখিয়া, লাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি মাত্র রাখিয়া যাইতেন, তবে ইংরেজেরা তাঁহাদিগকে অল্পই গ্রাহ্য করিতেন। আমাদের মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ যদ্যপি আপনাদিগের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট

কার্য্য বিস্মৃত হইয়া, বিদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদিগকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতাম না। গত কয়েক শতাব্দী হইতে, আমাদের ভাগ্যে যেরূপ দারুণ দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজি ভাষার অনুশীলন ত্যাগ করিবার চিন্তা নির্ব্বুদ্ধিতা বা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিকই যেরূপ অবস্থা পড়িয়াছে, তাহাতে একথা বড় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, ইংরেজি বিদ্যাই অধুনা উদরান্নসংগ্রহের একমাত্র উপায় এবং যশোমানাদি লাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা। ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এতই সুস্পষ্ট যে, যাঁহার সাংসারিক কোন কার্য্য আছে, অথবা উচ্চপদাদি লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা আছে, তিনি ইংরেজিকে তাচ্ছিল্য করিয়া কখনই সহজে অব্যাহতি পাইবেন না—নানাবিধ গুরুতর অসুবিধা তাঁহাকে ভোগ করিতেই হইবে। সেই জন্য বলি জীবন সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং সম্ভব হয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমরেও গৌরব লাভ করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে ইংরেজি ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু সংসারের দিক্ দিয়া দেখিলে, ইংরেজির অনুশীলন যতই প্রয়োজনীয় বোধ হউক না কেন, ধর্ম্ম-জীবন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা চিন্তা করিতে গেলে, ইংরেজির অনুশীলনে কোন বিশেষ মঙ্গল লাভ হইতে পারে, এরূপ মনে হয় না। তবেই সমস্যা বড় গুরুতর। এই কূট প্রশ্ন হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

এক্ষণে আমার প্রস্তাবিত প্রবন্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আমি এই মাত্র বলি যে, আমরা ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশীয় ভাষায় যে কিছু জ্ঞান লাভ করিব, তাহা যেন মাতৃসেবায় অর্থাৎ সংস্কৃত বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্বজাতীয় ভাষার বিকাশ ও পরিপোষণার্থ নিয়োজিত করিতে পারি। এরূপ না করিলে, আমাদের বিদ্যা লাভ বিড়ম্বনা মাত্র হইবে—

আমরা জন্মভূমি ভারতমাতার কোন উপকারই করিতে পারিব না। আর আধুনিক সভ্য জাতিগণের মধ্যে "মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবা"র আশা করিলেও এইরূপ করা নিতান্ত আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া আমার এই সামান্য প্রবন্ধ আরম্ভ করিতেছি এবং বিনীত ভাবে শ্রোতৃবর্গের সদয় মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি।
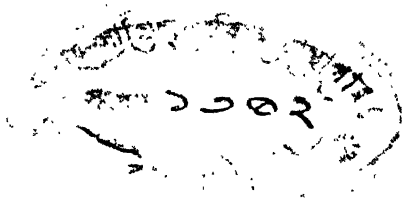
সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

সংস্কৃত সাহিত্য সত্য সত্যই একটি রত্নাকর। ইহার তমসাচ্ছন্ন অতলস্পর্শ গহ্বরাভ্যন্তরে নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ জ্যোতির্বিশিষ্ট কত শত রত্ন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই সকল রত্ন অসামান্য উচ্চ গুণশালী এবং ঔজ্জ্বল্যে জগতে অনুপম। যিনি সেই মহামূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিতে চাহেন, তাঁহাকে কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করিতে হইবে। কত অধ্যবসায়ী অনুসন্ধিৎসু মহাত্মাও অনুসন্ধানের দুরূহত্ব অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎ-পদ হইয়া থাকেন। কতজনের মনে ধারণা, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন নিতান্তই নিষ্ফল। এই ভাষার অনুশীলনে, জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয়িত হইয়া যায়, তথাপি আশানুরূপ আর্থিক ফল কিছুই লাভ হয় না। শিশুগণ ইহার সুবিস্তৃত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যাকরণ শাস্ত্রের জটিল ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়মাবলী দর্শন করিয়া ভীতিগ্রস্ত হন। মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত, এই ভাষার অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্রের কূটজালে পতিত হইয়া বিঘূর্ণিত-মস্তিষ্ক হইবার আশঙ্কায় ইহার অনুশীলন হইতে বিরত হন। এ দেশীয় ইংরেজি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কখন কখন সংস্কৃতে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সে অনুরাগকে ত আমি ভক্তি বলিতে পারি না—তাহা ত চিরপূজ্যা বৃদ্ধা জননীর প্রতি মাতৃভক্ত সন্তানের সুগভীর ভক্তি নহে—তাহা দ্বারস্থিতা ভিখারিণীর প্রতি ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত বিষয়ীর হৃদয়হীন অনুকম্পা। ব্যবসায়ী পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অবশ্য সংস্কৃত ভাষাকে সামাজিক রীতি-সঙ্গত সম্মানাদি দেখাইয়া

থাকেন। কিন্তু চতুষ্পাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভাগে এই ভাষার প্রায় কোন প্রকৃত উপাসকই দৃষ্ট হয় না। ইহা যে নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন আজ বহু অভক্ত ও অকৃতজ্ঞ সন্তান, বৃদ্ধা জরাতুরা জননীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষাও তেমনি আজ হিন্দু সন্তানগণ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেছেন। আমাদের অনেকের নিকটেই আজ এই ভাষা নিষ্প্রয়োজন ভারস্বরূপ ; ইঁহাকে "ঝাড়িয়া" ফেলিতে পারিলেই আমাদের শান্তি। যে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতাঋণে আমরা ইঁহার নিকট আবদ্ধ, তাহা আমরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। তন্নিমিত্ত আমরা বিন্দুমাত্রও লজ্জিত নহি। প্রাচীনা জননী সংস্কৃত ভাষার প্রতি হিন্দুসন্তানের এই প্রকার মনের ভাব, অধিক আর কি বলিব, অতীব অস্বাভাবিক এবং নিতান্ত নিন্দনীয়। সংসারের দিক্ দিয়া দেখিলে একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন আজকাল লাভজনক নহে। একথা অবশ্যই সত্য যে, সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত, অধুনা ইংরেজি-অভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণের ন্যায় সমাদৃত হয়েন না। একথা অবশ্যই সত্য, যে সকল মন্দভাগা ব্যক্তি সাহস করিয়া সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে আত্ম-সমর্পণ করেন, তাঁহাদের অনেককেই অনশনমৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইতে হয়। একথাও অবশ্য সত্য যে, ভারতের সংস্কৃতজীবি-পণ্ডিতকে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় চতুরমতি, কার্য্যকুশল, সাহসী ও সংসারাভিজ্ঞ দেখা যায় না। ভারতের পণ্ডিত ভারতের নিজস্ব। তিনি পার্থিব জীব নহেন, স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী। তাঁহার অধ্যয়ন ও কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু, তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষার অভিনবত্ব হেতু, তাঁহাকে অবশ্যই কিয়ৎ পরিমাণে শ্রীমান্ ও বিজনতা-প্রিয় হইয়া পড়িতে হয়, দুরাকাঙ্ক্ষ ও দুঃসাহসিক না হইয়া স্থৈর্য্য ও শান্তিপ্রিয় হইয়া পড়িতে হয়—উদ্যোগী ও কর্ম্মশীল না হইয়া, উদাসীন ও কর্ম্মত্যাগী হইয়া পড়িতে হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন, কোন প্রকারেই সাংসারিক উন্নতির হেতুভূত নহে। বিদেশীয় রাজার রাজ্যে বাস হেতু ইহা দ্বারা আমরা কোন উচ্চ সম্মানজনক পদ—কোন বিশ্বাস ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যেরই যোগ্য হই না। কিন্তু মনুষ্য-সন্তান ত কেবল অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইবে বলিয়াই সৃষ্ট হয় নাই!! কেবল পার্থিব অসার গৌরব ও আড়ম্বরের নিমত্তই ত মানবের জীবন নহে। মানবের কি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই? দৈহিক চিন্তাব্যতীত কি মানবের উচ্চতর চিন্তা নাই? আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধন কি মানবের উচ্চতর কর্ত্তব্য নহে?

সংস্কৃত ভাষাকে এক্ষণে সকলেই মৃতভাষা মনে করিয়া থাকেন। কি অর্থে মৃত? বুঝি, এই অর্থে যেঁ, ইহা অধুনা কথোপকথনের ভাষা নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, কোন ভাষারই এই সংস্কৃত ভাষার ন্যায় জীবনী শক্তি নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ভারতে—আর্য্যগণের বাসভূমি এই আর্য্যাবর্ত্তে, সংস্কৃত ভাষার অদ্যাপি অপ্রতিহত প্রভাব। এই ভাষা যেন আমাদের অস্তিত্বের অংশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু সন্তানগণ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এমন একটি ধর্ম্মে পরিপালিত হইয়া থাকেন, যাহার তাবৎক্রিয়া এবং অনুষ্ঠান সংস্কৃত ভাষাতেই নিষ্পন্ন হয়। আমরা এমন একখানি লিপির সূচনা করি না, যাহাতে একটি প্রার্থনা বা আশীর্ব্বচন সংস্কৃতে নিবদ্ধ না হয়। আমরা এমন কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই না, যাহার সূচনা কালে কোন না কোন সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি না করি। আমার বোধ হয় ভারতের আধুনিক প্রধান প্রধান ভাষাগুলি, সংস্কৃত ভাষারই সুখবোধ্য পরিবর্ত্তিত আকার। বাস্তবিকই, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া ও মারাঠী সংস্কৃতের সহিত এরূপ সম্বন্ধ যুক্ত যে আমার মনে হয়, সংস্কৃত ভাষার সমস্ত নিগূঢ় ভাব ও রচনা-ভঙ্গিই, ঐ ভাষায়

শক্তি বা সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে নষ্ট না করিয়াও, প্রাগুক্ত ভাষা সকলে শুদ্ধভাবে ও অবিকৃতরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে। একপৃষ্ঠা বিশুদ্ধ সংস্কৃত পাঠ করিলে আমার কর্ণে যেরূপ মধুর লাগে, একপৃষ্ঠা সংস্কৃতানুগত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা পাঠ করিলেও আমার কর্ণে প্রায় সেইরূপই মধুর লাগে। পার্থক্য এইমাত্র যে, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের শ্রুতি-মধুর বিভক্তি সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, তাহা অবশ্য ভারতের অন্যান্য সদৃশ ভাষার সম্বন্ধেও সত্য। তবেই দেখা যাইতেছে, হিন্দু সন্তানের নিকট সংস্কৃত ভাষা আদৌ মৃতা নহেন— ইনি জীবিতা— প্রত্যেক কার্য্য ও উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই জীবিতা—ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতার হিসাবেও জীবিতা।

আর একটি উচ্চতর দিক্ দিয়া দেখিলেও সংস্কৃত ভাষাকে জীবিতা মনে করা যাইতে পারে। যে সমস্ত নিগূঢ় ও পবিত্র সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা আমাদের দেবতা সকলকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে—আমরা যাহাদিগকে বীজমন্ত্র বলিয়া থাকি, এবং যে সকল বীজমন্ত্র আমরা হৃদয়ের অন্তস্তলে, প্রাণের অতি গভীরতম প্রদেশে—সন্তর্পণে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকি—সেই সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা বীজমন্ত্র, আর কোন ভাষায় নয়, সংস্কৃত ভাষাতেই নিবদ্ধ আছে। হিন্দু সন্তানগণ, শাস্ত্র বিধি অনুসারে সংস্কৃত ভাষাতেই দেবতাগণের উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। ভক্তিভরে যে সকল নিগূঢ় মন্ত্র বা শব্দাংশ আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি, সেই সকল মন্ত্রে কি অসাধারণ শক্তি নিহিত আছে তাহা আমি সুপরিজ্ঞাত আছি, এরূপ বলি না। আমি এই মাত্র বলিতে চাই, আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাহীন, তাঁহারা যেন কোন ক্রমে সেগুলি পরিবর্জ্জন না করেন। এই সকল চিহ্ন বা শব্দাংশ চিরপ্রচলিত প্রথাদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে এবং আমাদিগের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক যুগে যুগে, দিবারাত্র, ভক্তিসহকারে উচ্চারিত

হইয়াছে। অতএব আজ আমরা কোন্‌প্রাণে সেই সকল সুপবিত্র মন্ত্র, অর্ব্বাচীনের ন্যায়, বিস্মৃতির অগাধ জলধিতলে সমর্পণ করিয়া, আহার বিহারের পাশবিক আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিব?

তবেই দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত ভাষার অনাদর একটি পাপ বা অপকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই পাপের নিমিত্ত আমাদিগকে, বৃটিশরাজের দরবারে নহে, কিন্তু যিনি সকল বিচারপতির বিচারপতি, সকল নৃপতির নৃপতি সেই মহান্ পরমেশ্বরের মহাসিংহাসনের নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে। হায়! হায়! কি পরিতাপের বিষয়, সস্কৃত ভাবার অননুশীলনে কেন ও কিরূপে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, একথা আমাদিগের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেও অনেকে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এই সকল কথার উত্তর দিতে গেলেই, সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত গুণ কি এবং জগতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কেন, তাহা আমাদিগের বুঝা আবশ্যক হইবে। আমরা সকলেই জানি, সমাজ হইতেই ভাষার জন্ম। বিশেষ বিশেষ সমাজের ভাব ও চিন্তা তৎতৎসমাজ-প্রসূত ভাষাতেই যথাযথরূপে চিত্রিত থাকে। ইংরেজি অভিজ্ঞ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না, "বিলিংস্‌গেট" বা "নিকারীর" ভাষার ন্যায় কুৎসিত ভাষার কোথায় উৎপত্তি, আর রাজসভায় প্রযুক্তা কৃত্রিম ভাবভঙ্গি ও শব্দাড়ম্বরময়ী সুমার্জ্জিতা ভাষারই বা কোথায় প্রভব। এসম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। কলুষিত সমাজের ভাষা যে অবশ্যই কলুষিত হইবে এবং বিশুদ্ধ ও পবিত্র সমাজের ভাষা যে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইবে ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। সকলেই স্বীকার করেন, প্রাচীন হিন্দুরা অতি উন্নত আধ্যাত্মিক জাতি ছিলেন। সুতরাং অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে যে, তাঁহাদের ভাষাও অবশ্য উচ্চ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল। সেই ভাষায় অবশ্যই

তাঁহাদিগের আত্মার গভীর আকাঙ্ক্ষা সকল এবং ভগবদুন্মুখী মনোবৃত্তি সকলের উচ্চ ও সমুন্নত ভাব সমূহ নিবদ্ধ ছিল। গভীর আধ্যাত্মিকতা ও স্বগীয় পবিত্রতার কথা বলিতে হইলে, প্রচলিত বা অপ্রচলিত কোন ভাষাই সংস্কৃতের সহিত তুলনীয় হয় না এই ভাষার "দেবভাষা" নাম সার্থকই বটে। 'এই ভাষার অনুশীলন সমস্ত ধর্ম্মপরায়ণ জাতির, বিশেষতঃ হিন্দুজাতির পক্ষে মহামঙ্গলকর। এবং এই ভাষার অনাদর অবশ্য আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য, এমন কি আধ্যাত্মিক মৃত্যুর ন্যায় ঘোর অশুভ সকলও সমুপস্থিত করিতে পারে। আর যদি আমাদের পরমার্থই নষ্ট হইয়া গেল, তবে সমগ্র পৃথিবী প্রাপ্ত হইলেই বা কি ফল? অথবা পরমার্থের বিনিময়ে দেওয়া যাইতে পারে জগতে এমন কি আছে?

আর একটি কারণে হিন্দু সন্তানগণের নিকট সংস্কৃতের সবিশেষ আদর হওয়া উচিত। হিন্দুগণের জাতীয় ভাবের মূল অনুসন্ধান করিতে যাইলে দৃষ্ট হয় যে তাহা সংস্কৃত ভাষাতেই নিহিত আছে। কারণ সংস্কৃতই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুগণের জাতীয় সাহিত্য। কৈলাস বা কেদারনাথহইতে কন্যাকুমারী বা সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন কর-- দ্বারকা বা জ্বালামুখী হইতে কামাখ্যা বা চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত গমন কর, সর্ব্বত্রই দেখিবে হিন্দু দেবদেবীগণের উপাসনার্থ সংস্কৃত ভাষাই প্রযুক্ত হইতেছে। অতএব যদ্যপি জাতীয় ভাব ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাব গ্রহণে আমাদের না মতি হয়, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপ যদি আমাদের কখন বাঞ্ছনীয় না হয়, আমেরিকা মহাদেশের হতভাগা লোহিত-কায় আদিম নিবাসিগণের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুগণকে যদি ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত না হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে হইবে। অনুশীলন করিয়া আমাদের জাতীয়ভাব সজীব রাখিতে হইবে---আমাদের শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীগণের সহিত সংযোগ সংস্থাপন

করিতে হইবে—এবং প্রধানতঃ মহাশক্তিশালী মহর্ষিগণ আমাদের নিমিত্ত যে সমস্ত উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সকল আদর্শের উপযুক্ত হইতে হইবে।

কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলেও সাহস করিয়া বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। বর্ণমালার পূর্ণতায়, ব্যাকরণের বিচিত্রতায়, ভাষার মধুরতায়, কল্পনার সৌন্দর্য্যে, চিন্তার উচ্চতায় এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে জগতের কোন্ ভাষা ইহার সহিত তুলনীয়া? জগতের কোন্ ভাষা হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস, বুদ্ধি বৃত্তির সূক্ষ্ম ও কুটিল গতি, এবং আত্মার উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা, এমন সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারে? আমি মুক্তকণ্ঠে বলি, সংস্কৃত ভাষার ন্যায় কোন ভাষাই পারে না।

জ্ঞানানুশীলন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে সংস্কৃত ভাষার নিকট যে সুমহৎ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা বিবৃত করিয়া অতঃপর আমি দেখাইতেছি, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলেও সংস্কৃত ভাষা আমাদের পক্ষে মহোপকারিণী। এই ভাষা আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বৃদ্ধির সম্বন্ধেও সবিশেষ সাহায্য করে। মহাকবিগণের রচিত সুমার্জ্জিত কাব্যগ্রন্থ—সমুদয় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে—ব্যাস ও বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলের অমূল্যগ্রন্থ সকল পাঠ করিলে, অবশ্যই আমাদিগের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইবে—অবশ্যই আমাদিগের সুকোমল মনোবৃত্তি সকলের উন্মেষ হইবে।

ভ্রান্তমতাবলম্বী বিদেশীয় বহু পণ্ডিত যাঁহাকে আদিম জাতির কৃষকের গীতি মনে করিয়াছেন, হিন্দুর পরমারাধ্য সেই বেদের পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। কিন্তু, প্রধানতঃ অনুবাদের আকারে, যে সকল পরবর্ত্তী গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি, অর্থাৎ দর্শন ও উপনিষদ্, পুরাণ ও তন্ত্র, স্মৃতি ও সংহিতা, শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য, শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্র, যৎকিঞ্চিৎ

যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন অন্য সকল প্রকার অধ্যয়ন অপেক্ষা সমধিক উন্নতিসাধক ও জ্ঞানপ্রদ। কোন্ নির্ব্বোধ মানব বলিবে সংস্কৃত নীরস বা কর্কশ? ইহা শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীনিনাদের ন্যায় সুমধুর, আর অমৃতময় মাধুর্য্যের অবিশ্রান্ত উৎসব। অনন্তকাল এই উৎসব উপভোগ করিলেও কাহারও অশ্রদ্ধা জন্মিবার কথা নহে। সংস্কৃত সাহিত্য উচ্চতম ও গভীরতম ভাব সমূহের ভাণ্ডার। এই সাহিত্যের চিন্তারাশির এমনই স্বর্গীয় মধুরিমা যে তাহা দেখিলে মনে হয় বুঝি ঐ সকল চিন্তা অমরত্ব লাভের নিমিত্তই প্রসূত হইয়াছে। হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং হিন্দু ধর্ম্মে পরিপুষ্ট হইয়া যিনি সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন-জনিত নির্ম্মল সুখরাশি হইতে বঞ্চিত হইলেন, তিনি জীবনের প্রধান উপভোগ্য সামগ্রী হইতে পরিচ্যুত হইলেন।

যখন তোমরা জীবন সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইবে, যখন বিপদের কালমেঘ তোমাদের অরক্ষিত মস্তককে চারিদিকে ঘিরিবে—যখন তোমাদের সংসারপথ প্রলোভনময় ও সঙ্কটাকীর্ণ বোধ হইবে—যখন তোমাদের সুকোমল হৃদয় আত্মীয় স্বজনের নির্দ্দয়তা ও অকৃতজ্ঞতারূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, তখন হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সাধারণ দুর্ব্বল মানবমণ্ডলীর ন্যায় দুর্দ্দিনে সাহস হারাইও না—অসতর্ক ভাবে সর্ব্বনাশের পথে ধাবিত-হইও না—সুমধুর প্রেমের উৎসকে শুষ্ক হইয়া যাইতে দিও না; তখন তোমরা কপিল ও পতঞ্জলি, গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র ও দত্তাত্রেয় প্রভৃতি মহামতি মহর্ষিগণের চরণাশ্রয় করিও তাঁহারা তোমাদিগকে মনুষ্যজীবনের জয় পরাজয়ের নিগূঢ় রহস্য বুঝাইয়া দিবেন—সংসারের কুহক ও বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন—ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উচ্চ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন—এবং তোমাদিগকে অনন্ত শান্তি, মুক্তি ও গৌরবের পথ দেখাইয়া দিবেন।

আবার যে দিন তোমাদের নূতন চক্ষু লাভ হইবে—যে দিন দেখিবে জীবনের সুখ সাধ মিটিয়াছে—যে দিন কাঞ্চনের কমনীয় চাকচিক্য আর তোমাদের প্রাণকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না—যে দিন সংসার আর সাংসারিক ব্যবহারাদি তোমাদের নিকট নূতনত্ববিহীন, নীরস, নিরর্থক ও নিতান্ত বিরক্তি-কর বোধ হইবে—যে দিন এই পৃথিবীর নর কিম্বা নারী কেহই তোমাদের প্রাণে আনন্দ বিধান করিতে পারিবে না, সেই দিন, ভগবানের দোহাই, নৈরাশ্য অন্ধকারে ডুবিও না—হে ভ্রাতৃগণ! সে দিন বৃথা বিলাপ বা বৃথা রোদন করিও না—সেই দিন তোমরা তোমাদের প্রাচীন মহর্ষিগণের স্বর্গীয় বাণীতে আশ্বস্ত হইও—তোমাদের নিজ পূর্ব্ব-পুরুষগণের কথায় কর্ণপাত করিও—বিবেক কর্ণে শ্রবণ করিও, শাস্ত্র-ব্যপদেশে তাঁহারা তোমাদের আত্মার নিকট সুমধুর উপদেশবাণী শ্রবণ করাইতেছেন।

আবার হে ভ্রাতৃগণ! যখন তোমরা "প্রণয়" সমুদ্রে নিমগ্ন-প্রায় হইবে—যখন তোমরা প্রেমাবেগে প্রণয়িণীর নিমিত্ত জীবনকেও উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইবে—যখন স্বর্গে কি নরকে, কোথায় ছুটিতেছ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিবে না, তখন হে ভ্রাতৃগণ! দুঃসাহসিকের ন্যায় আত্ম-হত্যারূপ কোন বিষম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না—ভ্রাতৃগণ! তখন শান্তভাবে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিও—কাম ও প্রেমের পার্থক্য নিরূপণ করিতে শিক্ষা করিও,—হৃদয়ের পবিত্রভাবকে, উদ্দাম রিপুগণের বেগ হইতে, কর্ত্তব্যের আহ্বানকে প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে, পৃথক্ করিতে শিক্ষা করিও। আবার বলি, যখন তোমরা প্রেমপাশে আবদ্ধ হইবে, তখন তোমরা কালিদাস ও ভবভূতি, আর পার ত, রূপ ও সনাতনের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া রিপু সকলের আবিলতাকে দূর করিও। মহাপুরুষ-গণের পদানত হইয়া শিক্ষা করিও—প্রেম দ্বারা মানবের মুক্তি সাধিত হয়—মৃত্যু সংঘটিত হয় না।

আবার যদি তোমরা স্ত্রীবিদ্বেষী হও, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে নীচ ও ঘৃণিত ধারণা থাকে—যদি তোমরা স্ত্রীগণকে পুরুষগণের ক্রীড়ার পুত্তলিকামাত্র মনে করিয়া থাক—এই ভাবিয়া থাক যে, অবলা-গণ কেবল সন্তান প্রসব ও সন্তান পালন করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে, তবে বলি, তন্ত্রনামে পরিচিত সুবিশাল শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে শিক্ষা করিও যে স্ত্রী কেবল পুরুষের প্রমোদদায়িনী, অবকাশরঞ্জিনী নহেন—পুরুষের নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থতার যন্ত্রমাত্র নহেন—স্ত্রী ভগবচ্ছক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি—মনুষ্য-হৃদয়ে যে কিছু মাধুর্য্য ও পবিত্রতা, দয়া ও কোমলতা থাকিতে পারে তাহার আধারভূতা। প্রত্যেক স্ত্রী, ক্ষুদ্র আকারে, বিশ্বজননীর পবিত্র মাতৃভাব ব্যক্ত করেন এই জীবসঙ্ঘের মঙ্গলের নিমিত্ত জগন্মাতার যে সস্নেহ যত্ন আছে তাহাই পরিব্যক্ত করেন—গৌরবে ও আধিক্যে যে প্রেম স্ত্রীজাতির প্রেম অপেক্ষাও উচ্চতর সেই উচ্ছ্বসিত ঐশ প্রেম ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে, যদি তোমাদের আত্মা ভগবানের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে,—তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন সুশীতল জলাশয়ের নিমিত্ত ব্যাকুল হয় সেই-রূপ ব্যাকুল হইয়া থাকে—যদি তোমরা ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাক, অথবা জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্যের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম-ভেদ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে বলি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত, ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গ্রথিত সেই অমর গ্রন্থ গীতার আশ্রয় গ্রহণ করিও, অথবা যদি পার, তবে প্রত্যাদেশের জীবন্ত উৎস—অমূল্য জ্ঞান-ধনের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার—প্রাণোন্মাদিনী কবিতা আর স্বর্গীয় দার্শনিক তত্ত্বের একাধারে সমাবেশ হেতু নিরতিশয় চিত্তরঞ্জক, সেই প্রেমপূরিত, পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবতের সমীপে ভক্তিভরে অগ্রসর হইও।

সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবার নিমিত্ত আমি বোধ হয় যথেষ্ট বলিয়াছি। ইংরেজি সভ্যতার যে অপ্রতিহত বেগ এতদিন এ দেশকে প্লাবিত করিতেছিল—

যাহার ফলে সমস্ত প্রাচীন ব্যাপারে আমাদের অপ্রচ্ছন্ন অবিমিশ্র অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা যেন কিছুকাল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। জন্মভূমি ও জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কর্ত্তব্যজ্ঞান যেন আমাদের হৃদয়ে ধীরে ধীরে জাগরিত হইতেছে। কিন্তু এখনও যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন আছে। এই উৎসাহ ও উত্তেজনা যে কোন স্থল হইতেই আসুক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত আমরা যতই কেন স্বার্থ বিসর্জ্জন করি না, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে, আর করিবার আবশ্যকতা নাই, এরূপ কখনও বলিতে পারিব না। দেবগণের জন্মভূমি—মনুষ্যজাতির আদিম সভ্যতার ক্রীড়াস্থল, এই ভারতের অভাবসকল গুরুতর ও আশু মোচনীয়। বিভিন্ন প্রকারের বিশাল অভাবরাশির ভারে• ভারত আজ ভারগ্রস্ত। আজ ভারতমাতা কাতর ক্রন্দনের সহিত সন্তানগণকে যুগ যুগান্তরের আলস্য-নিদ্রা ত্যাগ করিতে আহ্বান করিতেছেন—জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যরাশি এবং গভীর দায়িত্ব সমূহ উপলব্ধি করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থিত সম্পত্তি সমূহের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইবে--তাঁহার শিল্প ও শাস্ত্রসমুচ্চয় সংরক্ষণ করিতে হইবে এসিয়াটিক সোসায়িটির ধূলিরাশি পূর্ণ পুস্তকাধারে, অথবা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিয়া কি ফল আছে? ভারত সন্তানগণের ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিতে হইবে। আইস তবে, ভাই সকল, আমরা কালোচিত কর্ত্তব্য সাধনে সমুত্থিত হই—আইস দেখি, আমরা একা একা অথবা একযোগে কিরূপ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারি, এবং প্রধানতঃ সমবেত শক্তির সাহায্যে ভারত মাতার দুঃখভার কিরূপ মোচন করিতে পারি। শুধু বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না। প্রভূত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পথভ্রান্ত ভ্রাতা সকলকে পথ দেখাইতে হইবে। মাতৃকার্য্য সাধনোদ্দেশে আমাদিগকে সন্ন্যাসী সাজিতে

হইবে,—কর্ম্মত্যাগী সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী নহে,—নিরন্তর কর্ম্মশীল, স্বদেশপ্রেমিক জীবহিতব্রত সন্ন্যাসী। আমরা রাজনৈতিক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতেছিনা—আমরা জগতের বীরজাতিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেছিনা—আমরা সমীপবর্ত্তী রাজ্য বা সাম্রাজ্য সমূহ লুণ্ঠন করিয়া ভারত ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে চাহিতেছি না—আমরা ভারতমাতাকে প্রভু-শক্তিতে ভূতলের অধিস্বামিনী করিতে ব্যগ্র হইতেছি না। আমরা জ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্পত্তিতে ভারতমাতাকে ভূমণ্ডলের সমগ্র জাতির গৌরবময়ী রাজ্ঞী সাজাইতে চাহিতেছি। আর কে বলে, ভারত মাতা, সেই গৌবরময় রাজ্ঞীপদ লাভ করিবার যোগ্যা নহেন? ভাবিয়া দেখ দেখি, বিধাতা আমাদের মাতাকে কত বহুমূল্য ও সুদুর্ল্লভ ধনরাশিতে সুশোভিতা করিয়াছেন! চাহিয়া দেখ দেখি, ভারতমাতার কি অসাধারণ অঙ্গকান্তি—কি অতুলনীয় নৈতিক মহত্ব, কি অনুপম আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব! দুঃখের সহিত স্বীকার করি, তাঁহার পূর্ব্বতন সন্তানগণের অত্যুচ্চ নীতিজ্ঞান আজ কাল-স্রোতে প্রায় ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে; আজ আমরা আমাদের মধ্যে অম্বরীষ বা হরিশ্চন্দ্র, ভরত বা রামচন্দ্র, ভীষ্ম বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মবীর গণেকে দেখিতে পাই না। আজ আমরা সতীত্বের আদর্শস্থানীয়া, আর স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তার আধারভূতা গার্গী বা মৈত্রেয়ী, সীতা বা সাবিত্রী, দ্রৌপদী বা দময়ন্তীর ন্যায় লোকললামভূতা রমণীরত্নগণকে দেখিতে পাই না। হায়! যে সকল উজ্জ্বল তারকা প্রাচীন ভারতের জ্ঞানাকাশকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়? যে কালে ভারতাতিরিক্ত দেশ সকল অজ্ঞানতার দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সেইকালে যে সকল মনীষিগণের সুমহৎ মস্তিষ্ক হইতে হিন্দুর ষড়্দর্শন—হিন্দুর শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহ প্রসূত হইয়াছিল, তাঁহারা আজ কোথায় লুক্কায়িত হইলেন? কবে আবার "আমাদের মধ্যে কপিল ও গৌতম, আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্য, চরক ও সুশ্রুতের ন্যায় ভক্তিভাজন আচার্য্যগণ জন্মগ্রহণ করিবেন? ভয়

হয়, বুঝিবা আর তাঁহারা শীঘ্র এই ভারতভূমিতে প্রাদুর্ভূত হইতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব, কুমারিল ও শঙ্কর, নানক ও চৈতন্যের ন্যায় সমুন্নত ও গৌরবান্বিত অধ্যাত্ম গুরুগণকেই বা কবে আবার আমরা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব? কবে আবার তাঁহাদিগের ন্যায় জগৎপাবন মহাপুরুষ সকল দুঃখিনী ভারতমাতার শূন্য ক্রোড়কে সুশোভিত করিবেন? অযোগ্য সন্তানগণের পাপ ও অধর্ম্মে ভারত আজ আর্থিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের শোচনীয় সীমায় আসিয়া উপস্থিত। স্বদেশহিতৈষিতার অগ্নি যাঁহাদের হৃদয়ে সামান্য পরিমাণেও জ্বলিতেছে, তাঁহাদের আর তুচ্ছ বিলাসশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবার অবকাশ নাই। আমাদের শক্তিহীনা, কম্পমানা, অশ্রুমুখী জননী আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আইস, ভাই সকল, কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানের ন্যায় আমরা তাঁহার আহ্বানে উত্তর প্রদান করি। আইস ভাই সকল, আমরা উদ্‌বুদ্ধ হই, উত্থিত হই এবং ভারত মাতার উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্নবান্ হই। আইস আমরা, ভারতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করি—তাঁহার অর্থ ভাণ্ডার ও জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করি—তাঁহার প্রাচীন ও বর্ত্তমান সাহিত্যের বিকাশকল্পে বদ্ধ পরিকর হই। আইস আমরা দিবা থাকিতে থাকিতেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই, কারণ নৈশ অন্ধকার সমাগত হইলে আর কেহ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। অসীম প্রেম ও করুণাভরে যাঁহারা আমাদের জন্য শাস্ত্রনামক অমূল্য ধনরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, আইস, আমরা সেই পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। শাস্ত্রোপদেশ মতে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিষয়ে সাহায্য পাইবার আশায়, আইস, আমরা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হই।

হে প্রাচীন ভারতীয় মহর্ষিগণের পরলোকস্থিত পুণ্যময় আত্মা সকল! ভারত ভাগ্যগগনের ভাস্করপ্রতিম দীপ্যমান দেবতা সকল! হে ভারত

রক্ষা-ভারপ্রাপ্ত অন্তরীক্ষচারী লোকপাল সকল! তোমরা সকলে প্রসন্ন হও। আধুনিক অধঃপতিত সন্তানগণের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত কর। আমরা গভীরতম দারিদ্র্যদুঃখে নিমগ্ন হইয়াছি। আমাদের জ্ঞানপ্রভা নিবিয়া আসিয়াছে। আমাদের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থাও আর অপরের ঈর্ষা উদ্রিক্ত করে না। আমরা আর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জাতিগণের নয়নাকর্ষক দিব্য গুণসম্পন্ন মনুষ্য নহি। আজও আমাদের বিলাস ও মোহের ঘুম ভাঙ্গে নাই। আজও আমরা অপনাদিগের শোচনীয় অধঃপতনের কথা বুঝিতে পারি নাই। তাই বলি, হে দেবতাগণ! এই ঘোর পাপ নিদ্রা হইতে আমাদিগকে প্রবোধিত কর—আমাদিগের হৃদয়ে সচ্চিন্তা ও সদ্ভাব জাগাইয়া দাও—আমাদিগকে ভগবদ্ভক্তি ও স্বার্থত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত কর—আমাদিগকে বল, সাহস, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় প্রদান কর—যেন আমরা পুরুষোচিত শৌর্য্যের সহিত নিজের প্রতি,—জন্মভূমির প্রতি, এবং বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যনিচয় পালন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি।

সংস্কৃত শ্লোক-মালা।

"কেয়ূরা ন বিভূষয়ন্তি পুরুষং, হারা ন চন্দ্রোজ্জ্বলা
ন স্নানং ন বিলেপনং, ন কুসুমেনালঙ্কৃতা মূর্দ্ধজাঃ।
বাণ্যেকা সমলঙ্করোতি কৃতিনং, যা সংস্কৃতা ধার্য্যতে
ক্ষীয়ন্তে খলু ভূষণানি সততং, বাগ্‌ভূষণং ভূষণং॥"

নীতিশতকং।

কেয়ূরসকল পুরুষের ভূষণ নয়। চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হার সকলও পুরুষের ভূষণ নয়। স্নান, কিম্বা চন্দনাদির দ্বারা অঙ্গবিলেপন, কিম্বা কুসুমাদির দ্বারা শিরোভূষণ, এ সকলের কিছুই পুরুষের ভূষণ নহে। সংস্কৃতা অর্থাৎ বিশুদ্ধা বাণীই কেবল কৃতি ব্যক্তিকে সুশোভিত করে। অন্য সকল ভূষণ নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাক্যরূপ ভূষণই ভূষণ, অর্থাৎ ইহার কখন বিনাশ নাই।

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে
কাব্যামৃতরসাস্বাদ আলাপঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥"

হিতোপদেশঃ।

সংসাররূপ বিষবৃক্ষের দুইটিমাত্র অমৃতময় ফল। একটি কাব্যরূপ অমৃতের রসাস্বাদ, অপরটি সাধুগণের সহিত সদালাপ।

শ্লোক-মালা।

এক্ষণে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আমি শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিতেছি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥

চৈতন্য চরিতামৃত-ধৃত-শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক।

যাঁহার কৃপায় মূক ব্যক্তি বাচাল হয়, পঙ্গুব্যক্তি গিরি লঙ্ঘন করে সেই পরমানন্দ স্বরূপ রমাপতিকে আমি বন্দনা করি।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সংজীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্ত-চরণ-শ্রবণ-ত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যং॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থঃ স্কন্ধ।

অখিল শক্তি সম্পন্ন (বিশ্বাত্মা) যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজশক্তিতে আমার প্রসুপ্তা বাণীকে জাগ্রৎ করিতেছেন, এবং হস্তচরণাদি ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণকে যিনি ক্রিয়াশীল করিতেছেন, সেই পরমপুরুষ, হে ভগবন্, আমি তোমায় নমস্কার করি।

সর্ব্বপ্রথমেই সর্ব্বজনপূজিত উপনিষদ্ গ্রন্থের বরণীয় আশ্রয় গ্রহণ করি, এবং শুভবুদ্ধি লাভের নিমিত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিভুর নিকট প্রার্থনা করি—

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি।

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু-প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

৯/ এইবার গীতার গম্ভীর ভাষায় চিত্রিত ভগবানের বিশ্বরূপ বর্ণনা, আর বিস্ময় ও ভক্তিরসাপ্লুত ভক্ত অর্জ্জুনের গভীর উচ্ছ্বাস সকল শ্রবণ করি—

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশি সূর্য্য নেত্রং।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্ত বিশালনেত্রং।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নি-র্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

হে ভগবন্! আমি দেখিতেছি, তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ বৰ্জ্জিত। অনন্ত প্রভাবশালী ও অনন্তবাহু। চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র। তোমার মুখমণ্ডলে যেন দীপ্ত হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, এবং তুমি নিজ তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ।

হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী, মহাতেজস্বী, নানাবর্ণবিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্রবিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে, আমি ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বনে অসমর্থ।

হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণপুরুষ, তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমিই পরমধাম এবং তুমিই বিশ্বের সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান।

বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি ও প্রপিতামহরূপ সকল দেবতাই তুমি। তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

হে সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমার সম্মুখভাগে, পশ্চাদ্ভাগে এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার করি। হে অনন্তবীর্য্য! তুমি অমিতবিক্রম এবং তুমি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এইজন্য তুমি সর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়া থাক।

বিশ্বজননীর ভক্তসন্তানগণ, ভবভয়ভীত হইয়া, মাতৃ-চরণে কিরূপে আত্মনিবেদন করেন, চণ্ডীর অমৃতময়ী ভাষায় তাহা একবার পাঠ করি—

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বং।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয় হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্ব গর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরী। যে হেতু এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বাত্মিকা, যেহেতু এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি বিশ্বেশ্বরেরও বন্দনীয়া। যে সকল ব্যক্তি তোমার প্রতি ভক্তিবিনম্র হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হন।

হে দেবি! তুমি ভীত জন্তুগণ কর্তৃক স্মৃতা হইয়া তাহাদের ভয় হরণ কর। এবং আত্মস্থ ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্মৃতা হইয়া তাহাদিগকে অতি শুভবুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয় হারিণি! তুমি ভিন্ন আর কাহার চিত্ত সকলের উপকারের নিমিত্ত আর্দ্র রহিয়াছে?

হে দেবি! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি, এই বিশ্বকে বিদ্যা-সমূহে, শাস্ত্রসমূহে, বিবেক প্রদীপে, আদ্য বাক্যসমূহে অথবা অতি মহান্ধ-কার মমত্বগর্ত্তে ভ্রামণ করাইতে পারে?

হে শরণাগতদুঃখহবে দেবি! প্রসন্না হও। হে অখিল জগতের জননি! প্রসন্না হও। হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি! তুমিই এই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী।

ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভ ঘটিলে, চিত্ত কি প্রকার প্রশান্তভাব ধারণ করে, আর অন্তরাত্মায় কি প্রকার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বহিতে থাকে নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলির সাহায্যে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস গ্রহণ করি—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।

সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সকল সংশয় বিদূরিত হয়, এবং সমুদয় কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

এইবার এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের শান্তিময়ী বাণী পাঠ করি—

তস্মিন্ দৃষ্টে পরে বন্ধৌ উদ্দামানন্দদায়িনি।
আয়ান্তি দৃষ্টয়স্তাস্তা যাভির্ভঙ্গো বিলীয়তে॥

ক্রট্যন্তে সর্ব্বতঃ পাশাঃ ক্ষীয়ন্তে সর্ব্বশত্রবঃ।
ন রুন্তন্তি মনাংস্থাশা গৃহানীব দুরাখবঃ॥

উদ্দাম আনন্দদায়ী সেই পরমবন্ধু পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, যে দৃষ্টি প্রভাবে জরামরণাদি সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়, সমস্ত স্নেহাদি পাশ ছিন্ন হইয়া যায়, নিখিল শত্রু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দুষ্ট মূষিকের গৃহখননের ন্যায় আশা আর মনকে খণ্ডিত অর্থাৎ ছিন্নভিন্ন করিতে পারে না, সেই দিব্যদৃষ্টি স্বয়ং উন্মীলিত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ মহর্ষি মনু আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মানবগণকে প্রবোধিত করিবার জন্য বৃদ্ধজনোচিত কি মহামূল্য উপদেশ সকল প্রদান করিতেছেন একবার কর্ণ ভরিয়া শ্রবণ করি। আমরা নিম্নে অবশ্য স্মরণীয় কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাং॥
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎসহ॥
সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএব চ।
তস্মাদস্মিন্‌সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥
ক্ষান্ত্যা শুধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেনাকার্য্যকারিণঃ।
প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ॥
অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামোবিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাধ্যাপয়ংস্তু সা হ্যস্য কৃতকৃত্যতা ॥
ঋষয়ো দীর্ঘ সন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবচ ॥

এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধ মহর্ষির প্রমুখাৎ অন্তিমকালের সংবাদ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করি —

নামুত্র হি সহায়ার্থং
পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি-
র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥
একঃপ্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতম্ ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য, কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি, ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং, নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন, তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥

পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই দেখিয়া, অথবা অর্জ্জন চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না দেখিয়া, আপনাকে কখন হতাদর করিবে না। পরন্ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত

আপনার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। শ্রীলাভ কখন দুর্লভ মনে করিবে না।

অভদ্র স্থলেও ভদ্র বাক্য প্রয়োগ করিবে, অথবা সকলের প্রতিই সর্ব্বদা ভদ্র, পুণ্য, প্রশস্ত বাক্য সকল প্রয়োগ করিবে। কাহারও সহিত নিষ্প্রয়োজনে শত্রুতা বা বিবাদ করিবে না।

সত্য অথচ প্রিয় কথা বলিবে। লোকের মর্ম্মভেদী অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও কদাচ বলিবে না। লোকের প্রীতিকর মিথ্যা বাক্য বলাও উচিত নহে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

আচারপ্রতিপালন যে পরমধর্ম্ম ইহা বেদ ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা আচারানুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিবেন।

বিদ্বান্ জনেরা ক্ষমা দ্বারা, অকার্য্যকারীরা দান দ্বারা, প্রচ্ছন্ন পাপীরা জপ দ্বারা এবং বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা তপস্যা দ্বারা পাপ হইতে শুদ্ধ হন।

জলে দেহ শুদ্ধ হয়। সত্যবলে মন শুদ্ধ হয়। বিদ্যায় ও তপস্যায় জীবাত্মা শুদ্ধ হয়। এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জনে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে, তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

কাম্য বিষয় উপভোগে কামনার শান্তি হয় না। পরন্তু ঘৃতাহুতি যোগে অগ্নি যেমন আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বিষয়োপভোগে কামনাও তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন বা আঘ্রাণ অনুকূল বা প্রতিকূলই হউক, কিছুতেই যাহার হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন হয় না, তাহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলে।

যে অর্জ্জন স্বকীয় বেদাভ্যাসের বিরোধী হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। যে কোন উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন বেদ-পাঠ বা ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাই ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হন।

ঋষিগণ দীর্ঘকালব্যাপী সন্ধ্যা করেন বলিয়াই দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশঃ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন।

অতঃপর অন্তিমকালের সংবাদ—

পরলোকে সাহায্যার্থ পিতা মাতাও থাকেন না। পুত্রকলত্রও থাকেন না। জ্ঞাতিস্বজনও থাকেন না। কেবল এক ধর্ম্মই অবস্থিতি করেন।

জীব একা জন্মগ্রহণ করে, একাই মৃত হয়, একাই সুকৃত ও দুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে।

বন্ধুগণ মৃত শরীর কাষ্ঠ লোষ্ট্রসম ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। এক ধর্ম্মই কেবল তাহার অনুগমন করে।

অতএব পরলোকের সাহায্যের জন্য নিত্য ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে। ধর্ম্ম সহায় হইয়া দুস্তর নরক উত্তীর্ণ করাইয়া থাকেন।

এই সঙ্গে মহামুনি বেদব্যাস মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে, আমাদের সম্মুখে শ্মশানের ভীষণচিত্র ধারণ করিয়া, কিরূপে জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন একবার দেখি—

শ্মশানং ঘোরসন্নাদং শিবাশতসমাকুলং।
শবমৌলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধূমকং।
পিশাচ-ভূত-বেতাল-ডাকিনী-যক্ষসঙ্কুলম্।
গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দ-পরিবারিতম্।
জ্বলন্মাংসবসাপঙ্ক-মেদোঽস্থগ্‌ব্রাতসঙ্কুলম্।
নানামৃত সুহৃন্নাদ মহাকল্লোলসঙ্কুলম্।
হা পুত্র, মিত্র হা বন্ধো, ভ্রাতর্ব্বৎসে প্রিয়েঽদ্যমে।
হা মাতর্ভাগিনেয়াশ্চ হা মাতুল পিতামহ।

মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক্ব গতোঽস্যেহি হা পতে।
ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রূয়তে মহান্॥
অর্দ্ধদগ্ধাঃ শবাঃ শ্যাব-বিকসদ্দন্তপঙ্‌ক্তয়ঃ।
হসন্তীবাগ্নিমধ্যস্থাঃ কায়স্যেয়ং দশাত্বিতি॥
অগ্নেশ্চটচটা শব্দো বয়সামস্থিপঙ্‌ক্তিষু।
বান্ধবাক্রন্দশব্দশ্চ পুক্কসেষু প্রহর্ষদঃ।
গায়তাং ভূত-বেতাল-পিশাচগণরাক্ষসাম্।
শ্রূয়তে সুমহাঘোষঃ কল্পান্তে ইব সর্ব্বতঃ॥

অতি ভয়ঙ্কর শব্দসঙ্কুল শ্মশান। শত শত শৃগালী লোলজিহ্বায় বিচরণ করিতেছে। শবের মস্তক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। ধূমপটলে চারিদিক আচ্ছন্ন। পিশাচ, ভূত, বেতাল, ডাকিনী ও যক্ষগণে চারিদিক পরিপূর্ণ। সমস্ত ক্ষেত্র শকুনি ও শৃগালে পরিব্যাপ্ত। চারিদিক কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত। মাংস, বসা, মেদ, রক্ত জ্বলিতেছে। বাতাসে সেই গন্ধ চারিদিকে বহিতেছে। শোকার্ত্ত সুহৃৎ ব্যক্তিগণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। "হা পুত্র! হা মিত্র! হা বন্ধো! হা ভ্রাতঃ! হা বৎসে! হা প্রিয়ে! হা মাতঃ! হা ভাগিনেয়গণ! হা মাতুল! হা পিতামহ! হা মাতামহ! হা পিতঃ! হা পৌত্র! হা নাথ! আজ কোথায় গেলে, একবার এস" এইরূপ আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিকে শুনা যাইতেছে। চিতার আগুণে অর্দ্ধদগ্ধ শবের কৃষ্ণপীতবর্ণ দন্তনিচয় দেখা যাইতেছে। ঐ সকল শব যেন অগ্নিমধ্যে থাকিয়া হাসিয়া বলিতেছে—'দেখ! সাধের শরীরের দশা একবার দেখ'। অগ্নির চট্ চট্ শব্দ, অস্থিরাশির মধ্যে পক্ষিগণের নাদ, চণ্ডালদিগের হর্ষবর্দ্ধক বান্ধবদিগের আর্ত্তনাদ, ভূত, বেতাল, পিশাচ, ও রাক্ষসদিগের গীতধ্বনি ইত্যাদি কল্পান্তকালের ন্যায় ভীষণ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতেছে।

বড় ভীষণ বর্ণনা পাঠ করিলাম। কিন্তু ভয় কি? ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিলে জীবের কোন ভয় নাই। তাই শ্রোতৃবর্গের সান্ত্বনার জন্য ভগবদ্গীতা ও শিবগীতা হইতে দুইটি মহাবাক্য শ্রবণ করাইতেছি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন।—

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—ভগবদ্গীতা।

আবার ভগবান আশুতোষ এই অভয়বাণী দিতেছেন—

আনন্দং ব্রহ্ম মাং জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন—শিবগীতা।

কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার ভক্ত কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আর দেবাদিদেব মহাদেব বলিতেছেন—আমাকে আনন্দময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলে আর কুত্রাপি ভীতিপ্রাপ্ত হইতে হয় না।

এ সম্বন্ধে অন্যত্রও নিম্নলিখিত পরম শান্তিপ্রদ ভগবৎ—বাক্য দৃষ্ট হয়।

মামানন্দময়ং জ্ঞাত্বা হ্যানন্দীভবতি ধ্রুবম্।
তস্য শোকভয়ং নাস্তি প্রলয়ে শতশোঽপিবা॥

আমি আনন্দময়! আমাকে জানিতে পারিলে লোকে নিশ্চয় আনন্দময় হইয়া থাকে। শত শত প্রলয় সংঘটিত হইলেও আর শোক বা ভয় উপস্থিত হয় না।

পুনশ্চ উপনিষদাদিতেও লিখিত আছে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মানন্দ বিদিত হইলে কোনরূপে ভয়গ্রস্ত হইতে হয় না।

সেই ব্রহ্মানন্দে অধিকারী হইবার প্রকৃষ্ট উপায় ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব। আর শোক করিও না।

এইবার আমরা শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, গুরুগীতার সাহায্যে গুরুতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুর্রুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং সিদ্ধিমূলং গুরোঃ কৃপা॥
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং নিত্যং নমাম্যহং॥
গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরং তপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥
ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যো বংশঃ কুলস্তথা।
ধন্যা চ বসুধা দেবী গুরুভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরব্রহ্ম। সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যিনি আমার ত্রাণকর্ত্তা, তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা, যিনি আমার গুরু, তিনি জগতের গুরু। যিনি আমার আত্মা, তিনি সকল প্রাণীর আত্মা। অতএব সেই সর্ব্বময় গুরুকে নমস্কার করি।

গুরু মূর্ত্তি ধ্যানই সকল ধ্যানের মূল। গুরুর পাদপদ্ম পূজাই সকল পূজার মূল। গুরু বাক্যই সকল বাক্যের মূল। গুরুর অনুকম্পাই সকল সিদ্ধির মূল। আমি সেই নিত্যস্বরূপ, পরিশুদ্ধ, নিরাভাস, নিরাকার, নিত্যবোধস্বরূপ চিদানন্দ শ্রীগুরুকে নিত্য নমস্কার করি।

গুরুই দেবতাস্বরূপ, গুরুই ধর্ম্মস্বরূপ, এবং গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা-স্বরূপ। গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই, যাঁহার হৃদয়ে সুদর্লভা গুরুভক্তির উদয় হয়, তাঁহার মাতা ধন্যা, তাঁহার পিতা ধন্য, তাঁহার বংশ ও কুল ধন্য এবং তিনি পৃথিবীতে বাস করেন বলিয়া পৃথিবীও ধন্যা।

এইবার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের সাহায্যে মাতাপিতৃপূজা শিক্ষা করি। প্রথমে বৃহদ্ধর্ম্ম কি বলিতে-ছেন শ্রবণ করি—

পিতাধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
পিতা যস্য ক্বচিদ্রুষ্টো ন তস্য কস্যচিদ্‌গতিঃ।
জপো দানং তপো হোমঃ স্নানং তীর্থক্রিয়াবিধিঃ।
বৃথৈব তস্য সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যন্যানি কানিচিৎ॥
নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাঽপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ॥
দুর্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥

তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনং।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥
যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটিশঃ পিতৃতর্পণম্।
অশ্বমেধ শতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥
নানা পকর্ম্মকৃত্বাপি যঃ স্তৌতি পিতরং সুতঃ।
স ধ্রুবং প্রাবিধায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং সুখী ভবেৎ।
পিতুঃ প্রীতিকরো নিত্যংসর্ব্বকর্ম্মাণ্যথার্হতি॥

পিতৃআরাধনা শিক্ষা করিলাম। এক্ষণে ঈশ্বরী জননীর পাদপদ্ম চিন্তা করি—

পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ॥
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি বিষ্ণুসমঃ প্রভুঃ!
নাস্তি শম্ভুসমঃ পূজ্যো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥
নাস্তি চৈকাদশী তুল্যং ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তপো নানশনাৎ তুল্যং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥
নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ;
নাস্তি ভগ্নীসমা মান্যা নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥
ন জামাতৃসমং পাত্রং, ন দানং কন্যয়া সমং।
ন ভ্রাতৃসদৃশো বন্ধু র্ন চ মাতৃসমো গুরুঃ॥
মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ভূরবনিঃ শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী চ পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥

দুঃখহন্ত্রীতি নামানি মাতুরেবৈকবিংশতিং।
শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েন্মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বদুঃখাদ্ বিমুচ্যতে॥
দুঃখৈর্ম্মহদ্ভির্দূনোঽপি দৃষ্ট্বা মাতরমীশ্বরীং।
যমানন্দং লভেন্মর্ত্ত্যঃ স কিং বাচোপপদ্যতে॥
সেবিত্বা পিতরৌ কশ্চিৎ ব্যাধঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
লেভে সর্ব্বজ্ঞতাং যা তু সাধ্যতে ন তপস্বিভিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্তিঃ কার্য্যা তু মাতরি॥

এক্ষণে স্তোত্রাদির অনুবাদ দেওয়া হইতেছে—

পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীতিযুক্ত হইলে সকল দেবতাই প্রীত হন। পিতা যাহার কখন রুষ্ট হন, তাহার গতি কোথাও নাই। জপ, দান, তপস্যা, হোম, স্নান, তীর্থসেবা, এবং অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মই তাহার বিফল।

যিনি সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ, যিনি স্বর্গ, যিনি পরমেষ্ঠী, যিনি সর্ব্বতীর্থদর্শনের ফলস্বরূপ, যিনি নিখিল সুখপ্রদাতা, সেই সর্ব্বদেবময় জন্মদাতা করুণা-সাগর মহাত্মা পিতাকে নমস্কার। যিনি সুপ্রীত ও প্রসন্ন হইলে সতত অপরাধ ক্ষমাকারী হন, সেই আশুতোষ, সুখদাতা, সুখ ও শিবস্বরূপ পিতাকে নমস্কার। ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী এই দুর্লভ দেহ, আমি যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি, সেই পিতাকে নমস্কার। যাঁহাকে দেখিলেই তীর্থস্নান, তপস্যা, হোম এবং জপাদির ফল লাভ হয়, মহাগুরুর গুরু সেই পিতাকে বারবার নমস্কার। যাঁহার প্রণাম ও স্তব কোটি কোটি পিতৃ-লোকের তৃপ্তিজনক, এবং বহুশত অশ্বমেধযজ্ঞের তুল্য, সেই পিতাকে বারবার নমস্কার। যে পুত্র বিবিধ অকার্য্য করিয়াও এইরূপে পিতাকে স্তব করে, সে ব্যক্তি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত মানবের ন্যায় নিশ্চয় সুখী হয়। পিতার প্রীতি-সম্পাদক পুত্র সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারী।

গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া, মাতা, পিতা অপেক্ষা অধিকতর গরীয়সী। অতএব ত্রিলোক মধ্যে মাতার সমান আর গুরু নাই। গঙ্গার সমান তীর্থ নাই। বিষ্ণুর সদৃশ প্রভু নাই, শিবের ন্যায় আর পূজ্য নাই, মাতার সমান আর গুরু নাই। একাদশী ব্রত সদৃশ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত ব্রত আর নাই, অনশনের তুল্য তপস্যা নাই, আর মাতার ন্যায় গুরু নাই। ভার্য্যা সদৃশ মিত্র নাই, পুত্রের তুল্য প্রিয় নাই, জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সমান মান্যা নাই, মাতার ন্যায় গুরু নাই। জামাতার ন্যায় দানপাত্র নাই, কন্যাদানের সমান দান নাই, ভ্রাতার মত বন্ধু নাই, মাতার ন্যায় গুরু নাই। মাতা, ধরিত্রী, জননী, দয়ার্দ্রহৃদয়া, শিবা, দেবী, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, নির্দ্দোষা, সর্ব্বদুঃখহা, পরমারাধ্যা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ধৃতি, স্বাহা, স্বধা, গৌরী, পদ্মা, বিজয়া, জয়া এবং দুঃখহন্ত্রী—মাতার এই একবিংশতি নাম। এই একবিংশতি নাম শুনিলে বা শুনাইলে, মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। মানব মহাদুঃখে কাতর হইলেও, ঈশ্বরী জননীকে দেখিয়া যে আনন্দ লাভ করে, তাহা কি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায়? কোন পরম ধর্ম্মবেত্তা ব্যাধ, মাতাপিতার সেবা করিয়া তৎফলে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব মাতাপিতার প্রতি যত্নসহকারে ভক্তি করা কর্ত্তব্য।

তাহার পর মাতাপিতৃসেবা সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণের জ্ঞানগর্ভা বাণী শ্রবণ করি—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমের্খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা ॥

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

গৃহী ব্যক্তি মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতা মনে করিয়া সদা সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা করিবেন। কুলপাবন সৎপুত্র সর্ব্বদা পিতা মাতাকে মৃদুবাক্য শ্রবণ করাইবেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন এবং সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবেন। মাতা পৃথিবী হইতে, এবং পিতা আকাশ হইতেও উচ্চতর। মনুষ্যের জন্মে, পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, শতবর্ষেও কেহ তাহার পরিশোধ করিতে পারে না।

এইবার আমরা কাব্যনাটকাদির আশ্রয় লইলাম। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সৃষ্ট উপমা অতুলনীয়া। কাব্য-কুঞ্জের কোকিল সেই অমৃতকণ্ঠ কালিদাসের মধুরিমাময়ী ভাষায় একবার গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের বর্ণনা পাঠ করা যাউক। অগ্নিপরিশুদ্ধা সীতাদেবীকে লইয়া আজ চতুর্দ্দশবর্ষ পরে রামচন্দ্র বিমানারোহণে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতেছেন। পথিমধ্যে যে কিছু নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, তাহাই সাধ্বী ভার্য্যাকে প্রদর্শন করাইতেছেন। সহসা তাঁহাদের বিমান পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগে উপস্থিত। তাই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম দেখিয়া বলিতেছেন—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ, মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালাসিতপঙ্কজানাং, ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং, কাদম্ব সংসর্গবতীব পঙ্ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা, ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি, শ্ছায়া বিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা, রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব, ভস্মাঙ্গরাগাতনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা, ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

অয়ি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরি! ঐ দেখ, গঙ্গা যমুনাতরঙ্গের সহিত নিজ অঙ্গ মিশাইয়া কি শোভা ধারণ করিয়াছেন। কোন স্থানে যেন মুক্তাময়ীমালা মাঝে মাঝে গ্রথিত ইন্দ্রনীলমণির প্রভায় বিলিপ্ত হইয়াছে। কোথায়ও যেন শ্বেতপদ্মের মালার মাঝে মাঝে নীলপদ্ম গাঁথা রহিয়াছে।

কোথায়ও যেন মানস-সরোবর-প্রিয়, শ্বেতরাজহংসশ্রেণী নীলহংসের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কোথায়ও যেন পৃথিবীর শ্বেতচন্দনময়ী রচনা কৃষ্ণচন্দনাঙ্কিত পত্রাবলী ধারণ করিয়াছে।

কোথায়ও যেন বিশুভ্রচন্দ্রালোক, ছায়ামধ্যেবিলীন অন্ধকারখণ্ডে অঙ্কিত হইয়াছে। কোন স্থানে যেন শরদের শুভ্র মেঘমালার ভিতর দিয়া নীলাকাশ লক্ষিত হইতেছে। কোথায়ও যেন ভস্মময় অঙ্গরাগে বিভূষিত হরদেহ কৃষ্ণসর্পের ভূষণে জড়িত রহিয়াছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবে হিমালয় বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুবংশে তাঁহার সমুদ্র বর্ণনা। কুমারের চিত্র পরে দর্শন করিব। অধুনা সাগর বর্ণনা পাঠ করিতেছি।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী, তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশে-র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥
তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং, স্থিতং দশব্যাপ্যদিশোমহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারনীয়ং, ঈদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥

তাল-তমাল-বনশ্রেণীতে নীলবর্ণ, লবণসমুদ্রের তীর, দূর হইতে সূক্ষ্ম-

রূপে লক্ষিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন একখানি লৌহচক্রের চারি-ধারে একটি কলঙ্ক রেখা লাগিয়া আছে।

এই সমুদ্র বিষ্ণুর ন্যায় নানা অবস্থা ধারণ করিয়া, নিজ মহিমায় দশ-দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইহাঁরও আকার ও পরিমাণের নির্ণয় হয় না।

দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। তথাপি, আহা! কি ভাবের গাম্ভীর্য্য! কি বর্ণনার চাতুর্য্য! কি ভাষার লালিত্য!

মহাকবির সমুদ্রবর্ণনা পাঠ করিতে করিতে আমাদের বিষ্ণুস্মরণ হইল। তাই মহাকবিরই ভাষায় সেই আদি দেবের কয়েকটি স্তোত্র পাঠ করি—

হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনং।
দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ॥
অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরূকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব॥
বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥
প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদি র্মহিমা তব।
আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা॥
কেবলং স্মরণেনৈব পুনাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষাঃ নিবেদিতফলা ত্বয়ি॥
মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥

তুমি (অন্তর্য্যামী বলিয়া) সকলের হৃদয় মধ্যে বাস করিতেছ। অথচ (মনের অগোচর বলিয়া) দূরে রহিয়াছ। তুমি (পরিপূর্ণ এজন্য) নিষ্কাম, অথচ (ঋষিরূপে) প্রশস্ত তপস্যা করিয়া থাক! তুমি দয়ালু, অথচ দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি পুরাণপুরুষ, অথচ জরাবিরহিত। পণ্ডিতগণ তোমাকে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

তুমি জন্মরহিত, অথচ (অবতাররূপে) জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাক; তুমি চেষ্টারহিত, অথচ রিপুসংহারে চেষ্টিত হইয়া থাক। তুমি (সর্ব্ব-সাক্ষিরূপে) জাগরুক, অথচ যোগনিদ্রা ভজনা করিয়া থাক। তোমার তত্ত্ব কে জানিবে ?

গঙ্গার প্রবাহসকল যেমন বিভিন্নপথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়সকল শাস্ত্রভেদে ভিন্নরূপ হইলেও, তোমাতেই পর্য্যবসিত হয়।

তোমার পৃথিবী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও যখন তাহার পরিমাণ করা যায় না, তখন তোমার নিজের পরিমাণের ত কথাই নাই। কারণ তুমি কেবল বেদ ও অনুমান দ্বারা জ্ঞেয়।

তোমাকে স্মরণ করিলেই যখন সেই স্মরণকারীকে সর্ব্বথা পবিত্র কর তখন অবশিষ্ট বৃত্তি সকল (অর্থাৎ দর্শনস্পর্শনাদি) তোমাতে প্রয়োগ করিলে, তাহার যে কিরূপ ফল হয়, তাহা স্মরণ ফলেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

তোমার মহিমাকীর্ত্তন করিতে করিতে বাক্য যে নিঃশেষিত হইয়া যায়, সে তোমার গুণের সীমা আছে বলিয়া নহে; কিন্তু সে কেবল কীর্ত্তনকারীর শ্রম বা অশক্তি নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে।

এইবার প্রিয়তমা রাজ্ঞী ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যুতে মহারাজ অজের কাতর ক্রন্দন একটু শ্রবণ করি—

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা, বিরতং গেয়ং ঋতু র্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং, পরিশূন্যং শয়নীয় মদ্য মে॥

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা, হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥

ধৈর্য্য একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। বিষয়বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে। আভরণের প্রয়োজন মিটিয়াছে। গান করিবার অভিলাষ নাই। অদ্যাবধি আমার পক্ষে বসন্তাদি ঋতুগণ নিরুৎসব হইল। শয্যা শূন্য, দশদিক শূন্য, এবং জগৎ শূন্য হইল। অকরুণ মৃত্যু এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশই না করিল!

তুমি আমার প্রণয়িনী, সন্মন্ত্রী, নর্ম্মসখী, এবং নৃত্যগীতাদি বিষয়ে প্রিয়শিষ্যা ছিলে। একমাত্র তোমার নাশে আমার সর্ব্বনাশ হইল বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে মহানাটকবর্ণিত, আমাদের সকলেরই কণ্ঠস্থিত সীতাবিরহকাতর রামচন্দ্রের, সেই শোকোচ্ছ্বাসময় শ্লোকটি স্মরণ করা যাউক—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥

লক্ষ্মণ রে! প্রিয়া যে আমার বিষয়কার্য্যে মন্ত্রী, গৃহকার্য্যে দাসী, ধর্ম্মসাধনে পত্নী, ক্ষমাগুণে ধরণী, স্নেহপ্রদর্শনে মাতা, শয়নে রমণী, আর ক্রীড়ায় সখী ছিলেন।

আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের বহির্ভূত হইলেও, আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের আধুনিক শ্রেষ্ঠ নবন্যাসলেখক স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে পত্নী সূর্য্যমুখীর উদ্দেশে প্রযুক্ত পতি নগেন্দ্রনাথের সকরুণ উচ্ছ্বাস সকল পাঠ

করিতেছি। সজ্জনগণ এ বিষয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

"সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার। আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব। * * * আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য। আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

এই সঙ্গে, সুধীগণের অনুমতি লইয়া, বাঙ্গলার এক জন প্রথম শ্রেণীর কবির ভাষায় "জগতের জীবিতরূপিণী" নারীজাতির প্রতি আমার হৃদয়নিহিত শ্রদ্ধা ভক্তি কিঞ্চিৎ প্রকাশ করি—

জগতের তুমি জীবিতরূপিণী, জগতের হিতে সতত রতা।
পুণ্য তপোবন, সরলা হরিণী, বিজন-কানন-কুসুম-লতা॥
পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ, নিশার নীহার ঊষার আলো।
প্রভাতের ধীর শীতল পবন, গগনের নবনীরদমাল॥
প্রেমের প্রতিমা, স্নেহেরসাগর, করুণা নিঝর, দয়ার নদী।
হ'ত মরুময় সব চরাচর, না থাকিতে তুমি জগতে যদি॥
যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর, নারীর সরল উদার প্রাণ।
এ দেবদুর্লভ সুখ সুমধুর, প্রকৃতি তেমতি করেছে দান॥
আমরা পুরুষ পরুষ নীরস, নহি অধিকারী এ হেন সুখে।
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস, অসুরের ঘোর বিকট মুখে॥

হৃদয় তোমার কুসুমকানন, কত মনোহর কুসুম তায়।
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন, কেমন পাবন সুবাস বায়॥
নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে, কিবে নিরমল প্রেমের ধারা।
তারকাখচিত উজল গগনে, আভাময় ছায়াপথের পারা॥
আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে সে হৃদিকাননকুসুমরাশি।
আপনা আপনি আসি থরে থরে, হয়েছে, রয়েছে মধুর হাসি॥
অমায়িক দুটি সরল নয়নে, প্রেমের কিরণ উজলে তায়।
নিশান্তের শুকতারার মতন, কেমন বিমল দীপতি পায়॥
অয়ি ফুলময়ি প্রেমময়ি সতি, সুকুমারি নারি ত্রিলোক-শোভা।
মানসকানন-কমল-ভারতি, জগজন-মন-নয়ন-লোভা॥
তোমার মতন সুচারুচন্দ্রমা, আলো করে আছে আলয় যার।
সদা মনে জাগে উদার সুষমা, রণে, বনে যেতে কি ভয় তার॥
করম ভূমিতে, পুরুষ সকলে, খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয়।
তব সুশীতল প্রেমতরুতলে, আসিয়ে, বসিয়ে জুড়ায়ে রয়॥
ননীর পুতুল শিশু সুকুমার, খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে।
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার, তোমারি কোলেতে লুকায় এসে॥
নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে, রূপেতে উজলি বিজলি হেন।
নয়নের পথে দুলিয়ে, দুলিয়ে, সোণার প্রতিমা বেড়ায় যেন॥
আহা কৃপাময়ি, এ জগতীতলে তুমিই পরমা পাবনী দেবী।
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে, তোমারি অপর করুণা সেবি॥
হিমালয়ে আসি করি যোগাসন, প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা।
ধেয়ান তোমার কমলচরণ, ভাবে গদগদ মানস খোলা॥
নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে, মদনমোহন ভ্রমেন আসি।
কালিন্দীর কূলে, দাঁড়ায়ে সঘনে, 'রাধা' 'রাধা' ব'লে বাজান বাঁশী॥

আহা অবলায়, কি মধুরিমায়, প্রকৃতি, সাজায় বলিতে নারি।
মাধুরী মালায়, মনের প্রভায়, কেমন মানায়, তোমায় নারী॥
মধুর তোমার ললিত আকার, মধুর তোমার সরল মন।
মধুর তোমার চরিত উদার, মধুর তোমার প্রণয় ধন॥
সে মধুর ধন বরে যেই জনে, অতি সুমধুর কপাল তার।
ঘরে বসি করে, পায় ত্রিভুবনে, কিছুরি অভাব থাকেনা আর॥

৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তি প্রণীত
"বঙ্গসুন্দরী"।

লক্ষ্মীস্বরূপা নারী যে কেবল আমাদের সুখশান্তির নিমিত্তই সৃষ্টা হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম। সাধ্বী পত্নীর অভাবে পুরুষের গার্হস্থ্য জীবন যে নীরস ও যন্ত্রণাময় তাহাও বুঝিলাম। স্ত্রী পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ আমাদের চিত্তে কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিভাত হইল। আমি মূল প্রস্তাবে বলিয়াছি প্রত্যেক স্ত্রী আদ্যাশক্তি বিশ্বজননীর প্রতিমূর্ত্তি। তাই দেবীপুরাণ বর্ণিত দেবতার ভাষায় পুরুষ প্রকৃতির তত্ত্ব বিবৃত করিতে চেষ্টা করি।

বিশ্বের আদি কারণ বিশ্বপ্রাণ বিশ্বেশ্বর তাঁহার শক্তি-রূপিণী ভগবতীর তত্ত্ব এইরূপ বুঝাইতেছেন ঃ—

দেবদানবমর্ত্ত্যেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ।
ন তৎ পশ্যামি দেবেশি যৎ ত্বয়া রহিতং ভবেৎ॥
অহং তে হৃদয়ং দেবি, ত্বন্তু মে হৃদিসংস্থিতা।
অহং তব পিতা দেবি, ত্বন্তু মাতা মম স্মৃতা॥

অহং ভ্রাতা চ ভর্ত্তা চ বন্ধুর্গোপ্তা তথৈব চ।
ত্বন্তু মে ভগিনী দেবী পত্নী চ পরিকীর্ত্ত্যসে॥
পুরুষোঽহং বরারোহে প্রকৃতিশ্চ ত্বমুচ্যসে।
অহং গ্রহপতিশ্চন্দ্র স্ত্বন্তু নক্ষত্রমণ্ডলং॥
সূর্য্যশ্চাহং মহাদেবি ত্বং প্রভা পরমেশ্বরি।
অহং সাগরমক্ষোভ্য স্ত্বন্তু বেলোর্ম্মিরেব চ॥
অহং ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠঃ সাবিত্রী ত্বং নিগদ্যসে।
অহং বিষ্ণুর্ম্মহাবীর্য্য স্ত্বন্তু শ্রীর্ল্লোকভাবিনী॥
ত্বয়া ময়া চ দেবেশি ওতপ্রোতমিদং জগৎ।
একধা বহুধা চৈব তথা শতসহস্রধা॥
দেবদানবমর্ত্ত্যেষু সকলেষু বিশেষতঃ।
নিষ্কলেষু চ সর্ব্বেষু অবুধেষু বুধেষু চ॥
অহং ত্বঞ্চ বিশালাক্ষি সততং সুপ্রতিষ্ঠিতৌ।
ঐশ্বর্য্যগুণসম্পন্নৌ সর্ব্বপ্রাণিষবস্থিতৌ॥

সর্ব্বজনপূজিত চণ্ডীগ্রন্থেও আদ্যাশক্তির তত্ত্ব এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।—

বিদ্যাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

হে দেবেশি! দেবতা, মানব, দানব ও তির্য্যকজাতির মধ্যে এমত কেহই নাই, যাহাতে তোমার অধিষ্ঠান না আছে। হে দেবি! আমি তোমার হৃদয়স্বরূপ, এবং তুমি সতত আমার হৃদয়ে অবস্থিতা। আমি তোমার পিতা, এবং তুমিও আমার মাতা। আমাকে তোমার ভ্রাতা,

ভর্ত্তা, বন্ধু ও রক্ষক বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করেন। এবং তোমাকে আমার ভগিনী, দেবী ও পত্নী বলিয়া সকলে কীর্ত্তন করেন। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি। আমি গ্রহপতি চন্দ্র, তুমি নক্ষত্রমণ্ডল। হে মহাদেবি! আমি সূর্য্য, তুমি প্রভা। আমি অক্ষোভ্য সাগর, তুমি বেলা ও উর্ম্মি। আমাকেই সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং তোমাকেই সকলে সাবিত্রী বলিয়া থাকেন। আমিই মহাবীর্য্যশালী বিষ্ণু, এবং তুমিই লোকভাবিনী লক্ষ্মী। অধিক কি বলিব, এই অখিল জগৎ তোমা দ্বারা ও আমা দ্বারাই একধা, বহুধা ও শতসহস্রধা ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। হে বিশালাক্ষি! দেবতা, দানব, ও মানবদিগের মধ্যে কি শৌর্য্যাদিগুণযুক্ত, কি শৌর্য্যাদিবিহীন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞান, সকল ব্যক্তিতেই তুমি ও আমি সর্ব্বদা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছি। এবং আমরা নিজ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে প্রাণিমাত্রেই অধিষ্ঠান করিতেছি।

চণ্ডী হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থও প্রায় একই—

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তি। ত্রিভুবনে যত স্ত্রীলোক আছেন সকলেই তোমার মূর্ত্তি। জননীরূপে তুমি একাই এ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! অধিক আর কি বলিব, স্তবনীয় সকলের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠা।

আমরা মূল বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা রঘুবংশের আলোচনা করিতেছিলাম। পুনর্ব্বার সেই রঘুবংশেরই প্রসঙ্গ করি। রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণ সহিত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। অযোধ্যানগরী আজ অনাথা। কুশ প্রবাসে বাস করিতেছেন। গভীর নিশীথে একদিন রাজশ্রী প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশে কুশের নির্জ্জন গৃহে

উপস্থিত। অহো! কুশের কি চরিত্র বল! কি ধর্ম্ম-ভীরুতা! তিনি কি বলিতেছেন শুনি—

অথার্দ্ধ রাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে, শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ প্রবাসস্থঃ কলত্রবেশামদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥
কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা, কিংবা মদভ্যাগমকারণং তে।
আচক্ষ্ব মত্বা, বশিনাং রঘূণাং, মনঃ পরস্ত্রীবিমুখপ্রবৃত্তি॥

একদা নিশীথকালে কুশ শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন, প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে, পরিজনবর্গ নিদ্রা যাইতেছে, ইত্যবসরে প্রোষিত-ভর্তৃকাবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা এক রমণী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাত্মা কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভদ্রে, তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই নিবিড় অন্ধকার নিশীথ সময়ে আমার নিকট আসিয়াছ? দেখ, বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিও। রঘুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়। ইঁহাদের মন কদাচ পরস্ত্রীতে অনুরক্ত হয় না।

রঘুবংশীয় বরণীয় রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে আরও কিছু অবগত হই।—

যথাবিধি-হুতাগ্নীনাং যথা-কামার্চ্চিতার্থিনাম্।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল প্রবোধিনাম্॥
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিনাং।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং॥

রঘুবংশীয়েরা শাস্ত্রপ্রদর্শিত বিধি অনুসারে অগ্নিতে হোম ও প্রার্থনা অনুসারে অতিথি সৎকার করিতেন। অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ড

প্রদান করিতেন ও যথাকালে শয্যাত্যাগ করিতেন। তাঁহারা সৎপাত্রে দান করিবার উদ্দেশ্যে ধন সঞ্চয় করিতেন, সত্যের অনুরোধে অল্পভাষী ছিলেন, যশোলাভের আশয়ে শত্রুজয়, এবং পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ করিতেন। তাঁহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন, যৌবনে বৈষয়িক সুখ সম্ভোগ করিতেন, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, এবং চরমে যোগদ্বারা দেহত্যাগ করিতেন।

আমরা রঘুবংশে বর্ণিত সমুদ্রবর্ণনার আভাস পাইয়াছি। এবার কুমারসম্ভবের হিমালয় বর্ণনা হইতে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করি—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥

যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রীধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিতযজ্ঞভাগং শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ॥

লাঙ্গূল-বিক্ষেপ-বিসর্পিশোভৈ রিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচি গৌরৈঃ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজ-শব্দং কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥

এই হিমালয় অনন্তরত্নের উৎপত্তিস্থান। অতএব একমাত্র হিম ইহার সৌভাগ্য বিলোপ করিতে পারে নাই। যেহেতু একটিমাত্র দোষ, গুণ-রাশির মধ্যে থাকিলে, তাহা চন্দ্রিকাসমূহের দ্বারা হিমাংশুর কলঙ্কচিহ্নের ন্যায়, আচ্ছাদিত হইয়া যায়।

মেঘগণ এই পর্ব্বতরাজের নিতম্বদেশ পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকে। নিম্নস্থিত সানুদেশে মেঘের ছায়া পতিত হয়। সিদ্ধগণ সেইস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে যখন বৃষ্টিদ্বারা উদ্বেজিত হন, তখন তাঁহারা মেঘমালার উপরিস্থিত আতপবিশিষ্ট অন্যান্য সানুদেশে গমন করিয়া থাকেন।

হিমাচল যজ্ঞসাধন সোমলতাদি নানাবিধ উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করেন। এবং বসুন্ধরা ধারণে তাঁহার সবিশেষ সামর্থ্য আছে। অতএব বিধাতা হিমালয়কে যজ্ঞের একভাগ প্রদান করিয়া যাবতীয় পর্ব্বতের রাজা করিয়া দিয়াছেন।

হিমবান্ পর্ব্বতগণের রাজা। তাঁহার এই গিরিরাজ নাম সফল করিবার নিমিত্ত, চমরী সকল ইতস্ততঃ পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া শারদীয় চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চামরসমূহের শোভা চারিদিকে বিসারিত করিয়া থাকে।

একাধারে বর্ণনীয় বিষয়ের যাথার্থ্য ও অপূর্ব্ব কবিত্বের একত্র সমাবেশ কালিদাস ব্যতীত অপর কবির গ্রন্থে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কুমারের হিমালয় বর্ণনা যেমন সুন্দর সেইরূপ স্বভাবানুগত।

নিম্নলিখিত শ্লোকে কালিদাস দেখাইতেছেন আমাদের সমস্ত বিদ্যাই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা ঃ—

তাং হংসমালাঃ শরদীবগঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তন জন্মবিদ্যাঃ॥

পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। অতএব এ জন্মে বিদ্যাশিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শরৎকালে যেমন স্বভাবতঃই দলে দলে হংসকুল আসিয়া গঙ্গাসলিলে বিরাজ করে, যেমন ঔষধিলতার স্বভাবসিদ্ধ আলোকমণ্ডল রাত্রিকালে আপনা হইতেই প্রকাশ পায়, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা তাবৎ বিদ্যা আপনা হইতেই তাঁহার মানসক্ষেত্রে স্ফূর্ত্তি পাইল।

কুমারের বর্ণিত রতিবিলাপ অতীব কোমল ও হৃদয়-

স্পর্শী। একটু পরেই আমরা উত্তর চরিতের কতকগুলি শোকোচ্ছ্বাসময়ী কবিতা উদ্ধৃত করিব। সুতরাং রতি-বিলাপ হইতে এস্থলে কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। এ বিষয়ে সুধীগণ বিরক্ত না হইয়া, আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

এইবার শিব শিবানীর চমৎকারিণী লীলার একটি অপূর্ব্ব চিত্র সন্দর্শন করি। জগতের আদর্শসতী জগজ্জননী দুর্গা উমারূপে হিমালয়গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিবধ্যানপরায়ণা, শিবসঙ্গমাভিলাষিণী তপস্বিনী পার্ব্বতীকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী—বেশে উপস্থিত হইয়া ভবানীর নিকট কতই শিবনিন্দা করিলেন। শিবগতপ্রাণা পার্ব্বতী ছদ্মবেশী মহাদেবকে সমুচিত ভৎ'সনা করিয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় মহেশ্বর মহেশ্বরীর নিকট তাঁহার ভুবনমোহন অলৌকিক রূপ প্রকাশ করিলেন, আর ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। দুশ্চর তপস্যার ধন ইষ্টদেবকে প্রাপ্ত হইয়া পার্ব্বতী আর কোথায় যাইবেন? তাই—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী
মার্গাচল ব্যতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥

তদ্দর্শনে পার্ব্বতীর সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তাঁহার অঙ্গযষ্টি কম্পিত হইল এবং স্বেদবারি নির্গত হইল। চলিবার জন্য যে চরণ উত্তোলন করিয়াছিলেন তাহা শূন্যদেশেই রহিয়া গেল। অতএব পথিমধ্যে কোন পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হইলে তরঙ্গিনী যেমন অগ্রসর হইতে পারে না, এবং স্থির থাকিতেও পারে না, সেইরূপ পার্ব্বতী তখন স্থির থাকিতেও পারিলেন না এবং গমন করিতেও পারিলেন না।

পাঠকগণ, মানসনেত্রে প্রাণ ভরিয়া এই মনোমোহন চিত্র দর্শন করুন, আর উচ্ছ্বসিত ভক্তিভরে একবার হর-পার্ব্বতীর উদ্দেশে জয়ধ্বনি করুন।

নিম্নলিখিত শ্লোকে কালিদাস ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্ত্তির বিশেষ তত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—

একৈবমূর্ত্তির্বিভেদে ত্রিধাসা সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বং।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ বেধাস্তয়ো স্তাবপি ধাতুরাদৌ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেব এক মূর্ত্তি। উপাধি ভেদ মাত্রে তিনরূপ হইয়াছেন। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠভাব সাধারণ। অর্থাৎ ইঁহারা সকলেই জ্যেষ্ঠও হন এবং কনিষ্ঠও হইয়া থাকেন। কখন মহেশ্বর বিষ্ণুর আদ্য, কখন বিষ্ণু মহেশ্বরের আদ্য। কখনও ব্রহ্মা, হরি ও হরের আদ্য। কখনও বা হরি ও হর, ব্রহ্মার আদ্য হইয়া থাকেন। ফলতঃ ইঁহাদের পৌর্ব্বাপৌর্য্যের কোন নিয়ম নাই।

বিশ্বের পিতামাতা হর পার্ব্বতীর বিবাহবর্ণনা হইতে দুই একটি শ্লোক পাঠ করিয়া আমরা কুমারের নিকট বিদায় গ্রহণ করি—

ধ্রুবেণভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন।
সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য হ্রীসন্নকণ্ঠী কথমপ্যুবাচ॥
ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন প্রযুক্তপাণিগ্রহণোপচারৌ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং পদ্মাসনস্থায় পিতামহায়॥
বধূর্বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতেস্ম কল্যাণি বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতিঃ সন্নপি সোঽষ্টমূর্ত্তৌ ত্বাশাস্যচিন্তাস্তিমিতো বভূব॥

প্রিয়দর্শন স্বামী যখন পার্ব্বতীকে ধ্রুবতারা দর্শন করিতে আদেশ করিলেন, তখন পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বর লজ্জাদ্বারা অবসন্ন হইয়া গেল। তিনি মুখ তুলিয়া, তারা দেখিয়া, অতিকষ্টে কহিলেন—"দেখিয়াছি"। বিধানজ্ঞ পুরোহিত এইরূপে তাঁহাদের বিবাহ বিষয়ক অনুষ্ঠান সকল সম্পাদন করিয়া দিলে, অখিল প্রজাবর্গের জনক জননী সেই হর পার্ব্বতী পদ্মাসনে সমাসীন ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা এই বলিয়া বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"কল্যাণি! তুমি বীর সন্তান প্রসব কর"। কিন্তু তিনি বাগ্‌দেবতার অধিপতি হইয়াও মহাদেবকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, অগত্যা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। (তাৎপর্য্য এই, মহাদেব নিস্পৃহ, তাঁহার কিছুরই প্রার্থনা নাই। সুতরাং তাঁহার আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন কি?)

এইবার জগতের সেই অতুল্যগ্রন্থ অভিজ্ঞানশকুন্তল। প্রথমেই দেখি সূত্রধরের মুখে একটি জ্ঞানগর্ভ শ্লোক—

আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥

যে পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণের পরিতোষ না হয়, ততক্ষণ আপনার অভিনয় বা নৈপুণ্য উত্তম হইল বলিয়া বিবেচনা করিতে পারা যায় না। যেহেতু অতিশয়িতরূপে শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও অন্তঃকরণ আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না।

এরূপস্থলে ভবভূতি কি বলিতেছেন দেখা যাউক—

সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যে কুতো হ্যবচনীয়তা।

যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ॥

নিজ অভীষ্টসাধনোদ্দেশে আপন ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিবে। লোক-নিন্দার ভয়ে সর্ব্বদা সাশঙ্কচিত্তে কার্য্য করিলে কখনই অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। দেখ! যেরূপ স্ত্রীলোকেরা যৎপরোনাস্তি সাধ্বী হইলেও, পুরুষেরা নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিলেও, লোকে উহার ভাল মন্দ বিষয়ে ঠিক সেইরূপই বিচার করে।

সুতরাং দেখিতেছি ভবভূতির আত্মা বিশেষ গর্ব্বিত। কিন্তু কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও বিনয়ের খনি। আহা! কত বিনয়ের সহিতই তিনি রঘুবংশের সূচনা করিয়াছেন!

ক সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক চাল্পবিষয়ামতিঃ।

তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাৎ উড়ুপে নাস্মি সাগরম্॥

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

সূর্য্য হইতে সমুদ্ভূত বংশই বা কোথায়? আর আমার অকিঞ্চিৎকর বুদ্ধিই বা কোথায়? আমি অজ্ঞান বশতঃ ভেলা দ্বারা দুস্তর মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। আমি মন্দবুদ্ধি; তথাপি কবিকীর্ত্তি-লাভ প্রত্যাশা করিয়া, যেমন বামন, প্রাংশু ব্যক্তি কর্ত্তৃক লভ্য ফলের লোভে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহসনীয় হয়, নিশ্চয়ই, তদ্রূপ উপহাসের আস্পদ হইব।

অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তরচরিত উভয় নাটকেরই

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য এতই অধিক যে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের গুণরাশি বুঝাইতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। বিশেষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর নয়ন বা নাসিকাটি দেহ হইতে পৃথক করিয়া দেখাইলে যেমন তাহার সৌন্দর্য্য গৌরব কিছুই অনুমিত হয় না, তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেও তাহার সৌন্দর্য্যও কিছুই বুঝা যায় না। তথাপি আমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্যানুরোধে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে নিকৃষ্ট জীবের প্রতি স্নেহ ও দয়া পরিব্যক্ত হইয়াছে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঋষি কণ্বের তপোবনে উপস্থিত। একটি আশ্রমমৃগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি শরানুসন্ধান করিয়াছেন। অমনি কোন ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—

> ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।
> মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ॥
> ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং।
> ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥
> তৎসাধুকৃত সন্ধানং প্রতিসংহর সায়কং।
> আর্ত্তত্রাণায় তে শস্ত্রং ন প্রহর্ত্তুমনাগসি॥

রাজন! তূলরাশিতে অগ্নির ন্যায়, এই কোমল মৃগদেহে শর-সম্পাতন

করিবেন না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, লঘুদেহ হরিণগণের বিনাশশীল অতিচঞ্চল জীবনই বা কোথায়? আর আপনার বজ্রসারময় সুতীক্ষ্ণ শর সমূহই বা কোথায়? (অর্থাৎ, ভাবিয়া দেখুন, এই দুইয়ের কি বিষম পার্থক্য।) ফলতঃ, এই হরিণগণ আপনার শর প্রহারের উপযুক্ত নহে। আপনি যে শর সন্ধান করিয়াছেন শীঘ্র তাহা প্রতিসংহার করুন। আপনার শর আর্ত্তব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।

ঋষি কণ্বের পুণ্যতপোবন নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে:—

নীবারাঃ শুকগর্ভ কোটর মুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ কচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্ন গতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কল শিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ॥

এখানে কোটরস্থিত শুকশাবকের মুখস্খলিত নীবারধান্যের কণিকা সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে। মুনিগণ যে সকল পাষাণখণ্ডের দ্বারা ইঙ্গুদীফল সকল ভগ্ন করিয়াছেন, সেই স্নেহ বা তৈলযুক্ত পাষাণখণ্ড সকলও তপোবনের সূচনা করিয়া দিতেছে। কেহ হিংসা করিবে না, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে বলিয়া, মৃগকুল নির্ভয়ে রথের এই শব্দ সহ্য করিতেছে অর্থাৎ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে না। আর জলাশয়ের পথ সকল, ঋষিগণের বল্কলাগ্রনিঃসৃত জলধারা দ্বারা চিহ্নিত রহিয়াছে, তাহাতেও তপোবন সূচিত হইতেছে।

অন্য একস্থলে, উচ্চতর মুনিগণের তপোবন বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

প্রাণানামনিলেন বৃত্তিরুচিতা সৎকল্পবৃক্ষে বনে
তোয়ে কাঞ্চন-পদ্মরেণু-কপিশে, পুণ্যাভিষেকক্রিয়া।
ধ্যানং রত্নশিলা গৃহেষু বিবুধস্ত্রীসন্নিধৌ সংযমো
যদ্বাঞ্ছন্তি তপোভিরন্যমুনয় স্তস্মিংস্তপস্যন্ত্যমী ॥

যাহাতে বিবিধভোগদানক্ষম কল্পবৃক্ষ সকল বিদ্যমান, সেই বনমধ্যে ইঁহারা কেবল বায়ুর সাহায্যে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন। কাঞ্চনপদ্ম সমূহের রেণুর দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ সলিলে, বিলাসের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ধর্ম্মের নিমিত্ত স্নানাদি ক্রিয়া সংসাধিত করিয়া থাকেন। আর মণিময় শিলাকৃত গুহাগৃহ মধ্যে দিব্যাঙ্গনাগণের সন্নিধানে ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া থাকেন। অন্যান্য মুনিগণ তপস্যা দ্বারা যে সকল বস্তু প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, ইঁহারা সেই সকল সুদুর্লভ ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে, ইঁহাদের তপস্যার লক্ষ্য কত উচ্চ।

নিম্নলিখিত শ্লোকে বিষয়ানুরক্ত সংসারীজীব আর ভগবচ্চিন্তানিরত তপোধনদিগের বৈপরীত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শারদ্বত নামক ঋষিকুমার কণ্বের নিদেশে শকুন্তলাকে পতিগৃহে রাজা দুষ্মন্তের নিকট লইয়া যাইতেছেন। কোলাহলময়ী নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই, বিষয়সেবী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া, তিনি বলিয়া উঠিলেন—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিবস্বৈরগতির্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥

স্নাত ব্যক্তি যেমন কৃতাভ্যঙ্গ ব্যক্তিকে, শুচি ব্যক্তি যেমন অশুচি ব্যক্তিকে, জাগরিত ব্যক্তি যেমন প্রসুপ্তকে, যথেচ্ছগমনশীল ব্যক্তি যেমন

বদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকেন, আমিও তেমনি সাংসারিক ভোগসুখে আসক্ত এই সকল ব্যক্তিকে দেখিতেছি।

পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিবার সময় ঋষি এইরূপে মনুষ্যোচিত মমতা প্রকাশ করিলেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষ শ্চিন্তাজড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

আজ শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিবে, এই নিমিত্ত আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত হইয়াছে। অন্তর্গত বাষ্পভরে আমার বাক্য অবরুদ্ধ হইয়াছে। নয়নদ্বয় চিন্তায় জড়ীভূত হইয়াছে। আমি বনবাসী তাপস। স্নেহবশে আমারই যখন এইরূপ বিকলতা উপস্থিত হইল, তখন যাহারা প্রকৃত গৃহী তাহারা না জানি, এই নূতন তনয়া-বিচ্ছেদে কত কষ্টই ভোগ করে!

শকুন্তলার সাংসারিকসুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঋষি তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্মপ্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভবদক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

শকুন্তলে! তুমি স্বামীগৃহে গমন করিয়া গুরুজনসকলের সেবাশুশ্রূষা এবং সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীগণের ন্যায় আচরণ করিবে। পতি কখনও তোমাকে তিরস্কার করিলে, ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিও না। নিজ ঐশ্বর্য্যাদিতে গর্ব্বিতা না হইয়া, ভৃত্যবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবে। প্রমদাগণ এইরূপ আচরণ করিলেই গৃহিণীরূপে

অবস্থিতি করিতে পারেন। ইহার বিপরীতাচরণ করিলে কুলের পীড়াদায়িনী হইয়া উঠেন।

শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিলে ঋষি আপনাকে ঋণনির্ম্মুক্ত মনে করিয়া এইরূপে হর্ষ প্রকাশ করিলেন—

অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব, তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।
জাতো মমায়ং বিশদঃ প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া এক্ষণে সুস্থ হইলাম। যে হেতু, কন্যা পরকীয় গচ্ছিতধন স্বরূপ। সেই ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায়, আজ শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া তদ্রূপ স্বাস্থ্যলাভ হইল। এবং আমার অন্তরাত্মাও নির্ম্মল হইল।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে যেস্থলে তপোবন-বাসিনী শকুন্তলা পতিগৃহগমনোদ্দেশে প্রিয়তমা সখীগণ, আশ্রমপালিতাহরিণী, আর তপোবনস্থ তরুলতাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন, সেই দৃশ্য অতীব হৃদয়গ্রাহী। সেই অনুপম চিত্র হইতে দুই একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমি চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিব না। আমার নিতান্ত অনুরোধ কাব্যপ্রিয় ছাত্রগণ স্থিরচিত্তে সমগ্র চিত্রটি পাঠ করিয়া চিরদিনের মত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইবেন।

নিম্নলিখিত শ্লোকে মনুষ্যহৃদয়ের একটি নিগূঢ়ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। দুর্বাসার অভিশাপে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সহিত প্রণয়ঘটিত তাবৎ ব্যাপারই বিস্মৃত হইয়াছেন।

পতিপ্রাণা শকুন্তলা পতি কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অপ্সরাতীর্থস্থ হেমকূটে বাস করিতেছেন। এইরূপ সময়ে রাজা দুষ্মন্ত একদিন শান্তচিত্তে রাজপ্রাসাদের কোন কক্ষে উপবিষ্ট আছেন। অন্তঃপুরচারিণী কোন কামিনীর কমনীয় কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজার প্রশান্ত চিত্ত সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হৃদয়বীণার কতদিনের কোন্ ছিন্ন তন্ত্রীতে কে যেন আঘাত করিল, তাই বলিয়া উঠিলেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎসুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥

কোন রমণীয় বস্তু দর্শন করিয়া, অথবা সুশ্রাব্য মধুর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বথা সুখী ব্যক্তিদিগেরও হৃদয় যে কেমন একপ্রকার চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নহে। অনুমান হয়, জন্মান্তরে বুঝি কাহারও সহিত সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। সেই স্নেহের অস্ফুট স্মৃতি হৃদয়ে অল্পে অল্পে জাগিয়া, হৃদয়কে আকুল করে।

নিয়তি চক্রের বিষম আবর্ত্তনে পড়িয়া মনুষ্যগণ কত দশাই ভোগ করিতেছে! আজ যে রাজচক্রবর্ত্তী, কাল সে পথের ভিখারী। আবার আজ যে ভিক্ষোপজীবী, কাল সে রাজাধিরাজ। নিম্নে এই দশাপরিবর্ত্তনের একটি অতি সাধারণ অথচ সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবিষ্কৃতোরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপৎ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্ম দশান্তরেষু॥

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্তাচলশিখরে গমন করিতেছেন। অন্য-দিকে অরুণরূপ সারথিরে অগ্রে করিয়া সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইতেছেন। চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ তেজোদ্বয়ের যুগপৎ বিপদ ও অভ্যুদয় যেন এই ভুবনস্থিত লোকদিগকে সুখদুঃখাত্মক অবস্থা বিশেষে নিয়মিত করিতেছে। অর্থাৎ নভোমণ্ডলে যেমন চন্দ্রাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যের উদয় দৃষ্ট হয় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রের উদয় দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ভূমণ্ডলেও একজনের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজনের উত্থান দৃষ্ট হয়।

এই দশাপরিবর্ত্তনপ্রসঙ্গে বাণভট্টবিরচিত শ্রীহর্ষচরিত হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে—

নিয়তির্বিধায়পুংসাং প্রথমং সুখমুপরিদারুণং দুঃখং।
কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি॥
পাতয়তি মহাপুরুষান্ সমমেব বহূননাদরেণৈব।
পরিবর্ত্তমানে একঃ কালঃ শৈলানিবানন্তঃ॥

চঞ্চলা বিদ্যুৎ যেরূপ প্রথমে আলোক প্রকাশ করিয়া পশ্চাৎ বজ্র নিপাতিত করে, সেইরূপ নিয়তি প্রথমে পুরুষদিগের সুখ বিধান করিয়া, পশ্চাৎ তাহাদের উপর দারুণ দুঃখ নিপাতিত করে।

যেরূপ এক অনন্তদেব নিজ অঙ্গপরিবর্ত্তনে বহু ভূধরকে অবলীলায় নিপাতিত করেন, সেইরূপ এক অনন্তকালও পরিবর্ত্তনপর হইয়া এককালে বহু মহাপুরুষকে নিপাতিত করেন।

এইবার আমরা পতিপ্রত্যাখ্যাতা নিয়মচারিণী সাধ্বী শকুন্তলার ছবিখানি হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করি—

বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

আহা! প্রিয়া আমার ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় ধূসরবর্ণ বসনযুগল পরিধান করিয়া আছেন। কঠোর ব্রত ধারণ হেতু ইহার মুখমণ্ডলপরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। প্রোষিত ভর্ত্তৃকার ন্যায় একটি মাত্র বেণী ধারণ করিয়া আছেন। এই শুদ্ধশীলা শকুন্তলা, অতি নিষ্ঠুর আমার জন্য এই সুদীর্ঘ বিরহব্রত ধারণ করিতেছেন।

এই সঙ্গে বনবাসিনী সীতাদেবীর স্বর্গীয় মূর্ত্তিখানিও একবার ধ্যান করি—

কাষায় পরিবীতেন স্বপদার্পিত চক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥ রঘুবংশ।

সীতাদেবীর কাষায় বস্ত্র, নিজপদনিবদ্ধ দৃষ্টি, এবং শান্ত দেহযষ্টি দেখিয়াই স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে ইনি নিরতিশয় শুদ্ধা।

এই প্রসঙ্গে, মহাকবি ভবভূতি কিরূপে সীতার স্বাভাবিক পরিশুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতেছেন দেখি—

উৎপত্তিপরিপূতায়াঃ কিমস্যাঃ পাবনান্তরৈঃ।
তীর্থোদকঞ্চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ॥

উত্তরচরিত।

যে সীতা জন্ম হইতেই শুদ্ধা, অর্থাৎ যিনি অযোনিসম্ভবা, তাঁহার পরিশুদ্ধির জন্য আবার পবিত্রকারী বস্তুর প্রয়োজন কি? তীর্থোদক ও বহ্নি ইহারা স্বতঃই শুদ্ধ। ইহাদিগকে শুদ্ধ করিতে অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না।

এইবার আমরা অভিজ্ঞানশকুন্তলের নিকট বিদায় গ্রহণ করি। কিন্তু বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে, শকুন্তলা-ত্যাগে মহারাজ দুষ্মন্তের ন্যায়, ঐ অপূর্ব্ব কাব্যত্যাগে আমাদেরও হৃদয়েরভাব মহাকবিরই ভাষায় ব্যক্ত করি—

গচ্ছতিপুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥

আমি শরীরকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু হৃদয় আমার পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্র নির্ম্মিত পতাকা গ্রহণ করিয়া, যে দিক হইতে বায়ু বহিতেছে, সেই দিকে অগ্রসর হইলে, ঐ পতাকা যেমন গমনকারীর বিপরীত মুখে বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতে থাকে, আমার হৃদ-য়ের দশাও সেইরূপ।

এই বার আমরা ভবভূতির পদানত হইয়া পুণ্যময় রামচরিত শ্রবণ করি। উত্তরচরিত নাটক করুণরসের অনন্ত প্রস্রবণ। উহা হইতে করুণার ধারাসকল সহস্র-ধারে প্রবাহিত হইতেছে। কতিপয় শ্লোক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সকল গুলিতেই সীতাবিরহ-কাতর রামচন্দ্রের মর্ম্মভেদী শ্লোক পরিব্যক্ত হইতেছে—

শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং, সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাং।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥
বিশ্রব্ধাহুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রাং উন্মুচ্যপ্রিয় গৃহিণীং গৃহস্য শোভাং।
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোর গর্ভগুর্ব্বীং ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি ॥
দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগো দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাং।

জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ॥
হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরত জ্বাল মন্তর্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিশ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥

বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি, যিনি গাঢ়প্রণয়বশতঃ কোনরূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজ আমি সেই প্রিয়াকে, মাংস বিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেইরূপ ছলক্রমে, করালকালগ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে, স্বপ্নাবস্থায় উদ্বেগবশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভারমন্থরা দেখিয়াও, আমি, অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছি।

হায়! কি কষ্ট! এই ভয়ঙ্কর শোকে আমার হৃদয় একেবারে দলিত হইয়া যাইতেছে, তথাপি বিদীর্ণ হইবার নাম মাত্রও নাই। এই অথর্ব্ব শরীরে কত ক্লেশই নিয়ত সহ্য করিতেছি। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতেছে, তথাপি চেতনা একেবারে যাইতেছে না। অন্তরে অন্তরে হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই ভস্মসাৎ হইতেছে না। আর বিধাতা দারুণ প্রহারে দিবারাত্রই হৃদয়ের মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই একেবারে বধ করিতেছেন না।

হা হা দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দেহের বন্ধন সমুদয় শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবী শূন্য বোধ হইতেছে। দেহ অবিরত শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। অন্তরাত্মা শোকে অভিভূত হইয়া

গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। হায়! হায়! এ অভাগা এখন কি করিবে?

নিম্নলিখিত শ্লোকে রামচন্দ্রের শোকের পূর্ণোচ্ছ্বাস। সীতা বিসর্জ্জনের দ্বাদশ বৎসর পরে বনদেবতা বাসন্তী বিরহকাতর বিলপমান রামচন্দ্রকে ধৈর্য্যধারণ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। তাই রামচন্দ্র আকুল হইয়া বলিলেন—

দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।
লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রামো ন জীবতি॥

আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল প্রিয়াকে আমি হারাইয়াছি। এক্ষণে সীতার নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হইয়া আসিল। তথাপি রামচন্দ্রের অস্তিত্ব কি বিলুপ্ত হইয়াছে? হতভাগ্য রামচন্দ্র কি অদ্যাপি জীবিত নাই? সখি! আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?

এইবার রামচন্দ্রের হৃদয়ে বাল্যকালের সুখস্মৃতি জাগিয়াছে। স্নেহময় পিতা আর স্নেহময়ী জননীকে তাঁহার মনে পড়িয়াছে। নূতন বিবাহ আর বালা জানকীর অঙ্গকান্তি স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। তাই বড় কাতর হইয়া বলিতেছেন—

"জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ॥

ইয়মপি তদা জানকী,

প্রতনুবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ
দর্শনমুকুলৈ মুর্গ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখং।
ললিত ললিতৈ র্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিম বিভ্রমৈ
রকৃত মধুরৈ রম্বানাং মে কুতূহল মঙ্গকৈঃ॥

পিতার জীবিতাবস্থায় নূতন বিবাহের পর আমরা মাতাদিগের স্নেহ ও যত্নে লালিত পালিত হইয়া কি সুখেই দিন কাটাইয়াছি! হায়! আমাদের সে সকল দিন আর ফিরিয়া আসিবে না! আবার মাতারা তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কতই সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনতিনিবিড় দশনশ্রেণী, মস্তকের উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তল, সুচারু মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণসদৃশ নির্ম্মল ও কৃত্রিম বিলাস রহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তচরণাদির শোভা দ্বারা তাহাদের কতই না আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদিন রামচন্দ্র তাঁহাকে কতই আদর করিয়াছিলেন, আর বলিয়াছিলেন—

ইয়ং গেহে লক্ষ্মী রিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষিবহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশির মসৃণোমৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥
ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পনানি সকলেন্দ্রিয় মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী-স্বরূপ ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ। ইহারই এই স্পর্শ, গাত্রলগ্ন চন্দনরস-স্বরূপ সুখপ্রদ। আর ইহারই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল ও কোমল মুক্তাহার-স্বরূপ। ইহার সম্পর্কীয় প্রত্যেক বস্তুই আমার প্রিয়। কেবল ইহার বিরহই আমার নিতান্ত অপ্রিয় বা অসহনীয়।

কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি শোকসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক। ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণ স্বরূপ। কর্ণের অমৃত স্বরূপ। আর মনের গ্লানি পরিহারক রসায়ন ঔষধ স্বরূপ।

এইস্থলে দাম্পত্য প্রেমের আর একটি অনুপম চিত্র উপস্থিত করিতেছি। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে লইয়া পঞ্চবটীতে বাস করিতেছেন। বালিকা সীতা গোদাবরী-সৈকতে হংস লইয়া ক্রীড়া করেন। কুটীরে আসিতে কত বিলম্ব হয়। সীতার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, স্নেহ-ময় রামচন্দ্র কতই চিন্তা করেন। তাই সীতা বিসর্জ্জনের কতকাল পরে, সখী বাসন্তী রামচন্দ্রকে, সীতার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্যবদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

সীতা গোদাবরী পুলিনে হংস লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অত্যন্ত বিলম্ব করিতেন। আর আপনি উৎকণ্ঠিত মনে, তাঁহার আগমন পথের পানে চাহিয়া, এই লতাগৃহেই বসিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে সীতা সহসা

আসিয়া পড়িলে, আপনাকে অত্যন্ত বিমনা দেখিয়া, কাতরতার সহিত, দূর হইতে প্রণাম করিবার মানসে, পদ্মকলিকা-সদৃশ অঙ্গুলিদ্বারা, কেমন সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন। কৃতাঞ্জলিপুটে যেন বলিতেন—“নাথ! এই অবলা বালিকার অপরাধ লইবেন না।”

আর একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আমরাও কৃতাঞ্জলিপুটে ও প্রণতশিরে ভবভূতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। সীতার সমদুঃখভাগিনী বনদেবতা বাসন্তী, নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলির দ্বারা, রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনা ও অভিমান ব্যক্ত করিলেন—

ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ॥

ছি! ছি! তুমি সেই সরলা সীতাকে—“তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তুমি আমার অঙ্গের অমৃত” এইরূপ শত শত মধুর বাক্যে প্রণয় জানাইয়া যে শেষে—অথবা তোমাকে অধিক বলিয়াই বা কি হইবে? এত প্রেম দেখাইয়া তুমি যখন সীতাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমাকে তোমার নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিষ্ফল।

বনদেবতার সহিত আমরাও বলি—হে রামচন্দ্র! তুমি পতিতপাবন, দয়ার নিধি, সর্ব্বগুণাধার সত্য। তুমি পিতৃভক্ত, ভ্রাতৃবৎসল, ও প্রজাবৎসল একথাও সত্য। কিন্তু তুমি দীনবন্ধু দয়ারসাগর—স্নেহপরিপ্লুত-

হৃদয় হইয়াও, বিনাপরাধে সীতামাতাকে বিসর্জ্জন করিয়া, আমাদের হৃদয়ে যে শেল বিদ্ধ করিয়াছ, এ জীবনে আর সে শেল উদ্ধৃত হইবে না। অথবা মূঢ় আমি তোমার দুরবগাহ লীলা কি বুঝিব ? মহাকবিই বলিয়াছেন—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥

অলৌকিক গুণশালী মহাত্মগণের, বজ্র হইতেও কঠোর আর কুসুম হইতেও সুকোমল চিত্তের তত্ত্ব কে বুঝিবে ? তাঁহাদের কার্য্যাদি সাধারণ মনুষ্যগণের বুদ্ধির অগম্য সুতরাং তাহাদের বিচারেরও অতীত।

রামচন্দ্রের শ্রীমুখনিঃসৃত প্রিয়বাক্যসকল পাঠ করিতে যাইয়া আমাদের আর একজন অলৌকিক পুরুষের বাক্যাবলী মনে পড়িয়া গেল। মনে পড়িবারই কথা—কারণ তিনিও সেই অনাদি বিষ্ণু—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। রসিকরাজ একদিন অভিমানিনী শ্রীরাধিকারে আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং—"

কিন্তু সে কথা পরে। আপাততঃ একটি যক্ষের প্রণয়কাহিণী বিবৃত করি। প্রণয়ের ভাষা বুঝি সর্ব্বত্রই এক। কুবেরের অভিশাপে একটি যক্ষ, প্রণয়িণী পত্নীর সুকোমল বক্ষ হইতে বিযুক্ত হইয়া প্রবাসে কষ্টকরকাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। স্ত্রীকে দৃষ্টির অন্তরালে

রাখিয়া তিনি জগতের সর্ব্বত্রই স্ত্রীরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মাদে নবজলধরকে সম্বোধন করিয়া, স্ত্রীর নিকট প্রণয়বার্ত্তা প্রেরণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। তাই কালিদাসের মেঘদূতের সৃষ্টি। তাই কালিদাসের প্রাণোন্মাদিনী কবিতায় যক্ষের প্রণয়োচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। নিম্নলিখিত শ্লোকে যক্ষপত্নীর রূপ ও প্রণয়ব্যথা বর্ণিত হইতেছে,—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাম্‌।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসুবালাং
জাতাং মন্যে শিশির মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং॥

যিনি যুবতীগণের মধ্যে বিধাতার আদি সৃষ্টিস্বরূপ, আমার সেই প্রিয়তমা পত্নীকে তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। তিনি কৃশাঙ্গী, ও তরুণী। তাঁহার দশনপঙক্তি সূক্ষ্ম, ওষ্ঠ যুগল পক্ক বিম্বের ন্যায় রক্তবর্ণ, নয়নদ্বয় চকিতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল। তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, নাভিদেশ নিম্ন, স্তনদ্বয়ের গুরুত্বহেতু তাঁহার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ অবনত এবং তিনি শ্রোণীভারে অলসগমনা। তুমি দেখিবে আমার সেই জীবিতরূপিণী অল্পভাষিণী। আমার বিরহে তিনি একাকিনী চক্রবাকবধূর ন্যায় কষ্টে কালযাপন করিতেছেন। হয়ত এই দুঃসহ বিরহব্যথায় তিনি হিমহতা পদ্মিনীর ন্যায় নিরতিশয় ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যরাশি হয়ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীহর্ষরচিতা রত্নাবলী নাটিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইল। মহারাজ উদয়ন, দৈববশে আজ রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকা, সিংহল রাজদুহিতা সাগরিকার চিত্রপট দর্শন করিয়া, তাহার প্রণয়লুব্ধ হইয়াছেন: তাই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাত মধিকং নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব॥
শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদছদ্মামৃতদ্রবঃ॥

আমাদের প্রতি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করতঃ, লীলাচ্ছলে পদ্ম বিকম্পিত করিয়া, রাজহংসীর ন্যায় মানসে প্রবেশ করিতেছেন, চিত্রাঙ্কিতা ইনি কে?

ইনি শ্রী। ইঁহার কর পারিজাতের পল্লব। নতুবা স্বেদচ্ছলে অমৃত-দ্রব নিঃসৃত হইতেছে কোথা হইতে?

সাগরিকার প্রতি মহারাজের প্রেমভাব ব্যক্ত হইলে পর রাজ্ঞী বাসবদত্তা অবশ্য ক্রুদ্ধা ও অভিমানিনী হইলেন। কোপযুক্তা মহিষীকে কি প্রকার কৌশলময়ী বাণীর দ্বারা মহারাজা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখা যাউক—

প্রসীদেতি ব্রূয়ামিদমসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং ন পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষো২স্তীতি ত্বমিদমপি চ জ্ঞাস্যসি মৃষা
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি ন বেদ্মি প্রিয়তমে॥

কোপ না হইলে প্রসন্ন হও একথা সম্ভবে না। পুনরায় এমন কর্ম্ম করিব না, ইহা বলিলে অপরাধই স্বীকার করা হয়। "আমার দোষ নাই," একথাও তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে। অতএব প্রিয়তমে! এ বিষয়ে যে কি বলিব, তাহা জানি না।

মৃচ্ছকটিক নাটক শূদ্রকরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নাটক বোধ হয় প্রচলিত তাবৎ সংস্কৃত নাটকের মধ্যে প্রাচীনতম। এই নাটকে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত ও শুদ্ধচরিত্রা বেশ্যা—কন্যা বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন সমাজের বহু আচার ব্যবহারও বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটক আমার নিকট কেমন এক প্রকার অভিনব কৌতূহলপ্রদ বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ভাষা সরল, এবং স্বভাব বর্ণনার মধ্যে, বর্ষাঋতুর বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহিণী। স্থানাভাব বশতঃ আমি কতিপয় মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এই নাটকের যথোচিত সম্মাননা না করিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত রহিলাম।

নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে দারিদ্র্য বর্ণিত হইতেছে—

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে, ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনং।
সুখাত্তু যো যাতিনরো দরিদ্রতাং, ধৃতঃ শরীরেণ মৃতঃ সজীবতি॥
অয়ং পটঃ সূত্রদরিদ্রতাং গতো, হ্যয়ং পটশ্ছিদ্রশতৈরলঙ্কৃতঃ।
অয়ং পটঃ প্রাবরিতুং ন শক্যতে, হ্যয়ং পটঃ সংবৃত এব শোভতে॥

ঘনান্ধকারে দীপদর্শনের ন্যায়, দুঃখরাশি অনুভব করার পর সুখ শোভা পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ব্বে সুখ ভোগ করিয়া পরে দারিদ্র্যদুঃখে পতিত হয়, তাহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয়।

আমার এই বস্ত্রখানির সূত্র বিষয়ে অভাব হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা নিতান্ত ছিন্ন। আমার এই বস্ত্রখানি শতছিদ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। আমার এই বস্ত্রখানির লজ্জা নিবারণের শক্তি নাই। এই বস্ত্রখানিকে ঢাকিয়া রাখিলেই শোভা পায়।

নিম্নলিখিত শ্লোকে বারবনিতাগণের চাতুরী ও কুহক প্রদর্শিত হইতেছে—

এতা হসন্তি চ রুদন্তি চ বিত্তহেতো
বিশ্বাসয়ন্তি পুরুসং ন তু বিশ্বসন্তি।
তস্মান্নরেণ কুলশীল সমন্বিতেন
বেশ্যাঃ শ্মশান সুমনা ইব বর্জ্জনীয়াঃ॥

ইহারা অর্থহেতু কখন হাস্য করে, কখন রোদন করে। পুরুষগণকে বিশ্বাস করায়, কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করে না। অতএব কুলশীল সমন্বিত ভদ্রব্যক্তিগণ শ্মশানক্ষেত্রে উৎপন্ন পুষ্পের ন্যায়, বেশ্যাগণকে অবশ্য বর্জ্জন করিবেন।

কুচক্রীগণের ষড়যন্ত্রে ব্রাহ্মণ চারুদত্ত বসন্তসেনাকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। রাজপুরুষগণের বিচারে তিনি দোষী প্রমাণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে বধার্থ বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বন্ধু মৈত্রেয় তাঁহাকে দেখিয়া শোকে আকুল। তাই চারুদত্ত, পুত্র রোহসেনের উপর সমস্ত স্নেহ স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়া, প্রিয়বন্ধুকে প্রবোধ দিতেছেন—

নৃণাং লোকান্তরস্থানাং দেহপ্রতিকৃতিঃ সুতঃ।
ময়ি যো য স্তবস্নেহো রোহসেনে স যুজ্যতাম্॥

পরলোকগত মানবগণের পক্ষে, তাহাদের পুত্রই তাহাদের দেহের প্রতিকৃতিস্বরূপ। অতএব আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে, আমার মৃত্যুর পর, তাহা আমার পুত্র রোহসেনের উপর স্থাপন করিও।

মিথ্যাকলঙ্কভীত নিষ্পাপ চারুদত্ত মৃত্যুকে কিরূপ উপেক্ষা করেন, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে—

ন ভীতো মরণাদস্মি কেবলং দূষিতং যশঃ।
বিশুদ্ধস্য হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ॥

আমি মৃত্যু হইতে আদৌ ভীত নহি। এই মাত্র দুঃখ রহিল যে আমার নির্ম্মল যশঃ মলিন হইল। আমার অন্তরাত্মা নিষ্পাপ ও পবিত্র। সুতরাং মৃত্যু আমার পক্ষে আমার পুত্রজন্মের ন্যায় আনন্দদায়ক।

এইবার মাঘ, ভারবি, ভট্টিকাব্য ও নৈষধের কথা। এই সকল কাব্য অতি উচ্চ অঙ্গের হইলেও আমি সুন্দররূপে তাহাদিগকে অধ্যয়ন করিতে পারি নাই। সুতরাং প্রকৃতরূপে ইহাদের গুণবর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তথাপি এই বর্ত্তমান প্রস্তাব অঙ্গহীন বা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এই আশঙ্কায়, আমার পঠিত অংশের মধ্য হইতে দুই চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমার অজ্ঞতাজনিত ত্রুটি সকল ক্ষমা করিবেন।

প্রথমেই মাঘের শিশুপালবধ আরম্ভ করিতেছি। নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় দেবর্ষি

নারদের স্বর্গ হইতে অবতরণ, এবং ভগবান কর্ত্তৃক দেবর্ষির অভ্যর্থনা বর্ণিত হইয়াছে—

শ্রিয়ঃ পতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগ—
জ্জগন্নিবাসো বসুদেব সদ্মনি।
বসন্ দদর্শাবতরন্তমম্বরা-
দ্ধিরণ্যগর্ভাঙ্গভুবং মুনিং হরিঃ॥
গতং তিরশ্চীনমনূরুসারথেঃ
প্রসিদ্ধমূর্দ্ধজ্বলনং হবির্ভুজঃ।
পতত্যধো ধাম বিসারি সর্ব্বতঃ
কিমেতদিত্যাকুলমীক্ষিতং জনৈঃ॥
পতৎপতঙ্গপ্রতিমস্তপোনিধিঃ
পুরোঽস্য যাবন্ন ভুবি ব্যলীয়ত।
গিরেস্তড়িত্বানিব তাবদুচ্চকৈ
র্জবেন পীঠাদুদতিষ্ঠদচ্যুতঃ॥

যৎকালে ব্রহ্মাণ্ডোদর রুক্মিণীপতি হরি, জগতীতল সুশাসন করিবার নিমিত্ত ঐশ্বর্য্যশালী বসুদেবগৃহে (তদীয় পুত্ররূপে) অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে (একদা) তিনি দেখিতে পাইলেন—ব্রহ্মনন্দন মহর্ষি নারদ সুরলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিতেছেন।

এই ব্যাপার দর্শনে তত্রত্য জনসাধারণ—"সূর্য্যদেব ত বক্রগতিতে ভ্রমণ করেন। প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখা যে ঊর্দ্ধগামিনী তাহা সকলেই জানে। কিন্তু পুরোবর্ত্তী এই জ্যোতিঃপুঞ্জ সর্ব্বতঃ প্রসৃপ্ত হইয়া নিম্নাভিমুখে পড়িতেছে।" এটি কে?"—এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে আকুলিত নেত্রে অর্থাৎ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

পতৎসূর্য্যপ্রতিম তপোধন (স্বীয় তেজপ্রভাবে সকলকে অভিভূত করিয়া) কৃষ্ণের সম্মুখস্থ ভূমিস্পর্শ না করিতে করিতেই, পীতাম্বর-শোভী শ্যামলকান্তি ভগবান, পর্ব্বত হইতে তড়িল্লতাজড়িত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেরূপ বেগে উত্থিত হয়, সেইরূপ, স্বীয় উচ্চ আসন হইতে দ্রুতপদে গাত্রোত্থান করিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে বর্ণিত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সকাশে মহর্ষি বেদব্যাসের আগমন বর্ণনা করা হইতেছে—

মধুরৈরবশানি লম্ভয়ন্নপি তির্য্যঞ্চি শমং নিরীক্ষিতৈঃ।
পরিতঃ পটু বিভ্রদেনসাং দহনং ধাম বিলোকনক্ষমং॥
সহসোপগতঃ সবিস্ময়ং তপসাং সূতিরসূতিরাপদাং।
দদৃশে জগতীভুজা মুনিঃ স বপুষ্মানিব পুণ্যসঞ্চয়ঃ॥

প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা যিনি প্রতিকূল মৃগপক্ষ্যাদি জীবগণকেও শান্তি প্রদান করিতেছিলেন, যিনি চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্য্যমান উজ্জ্বল পাপদহনকারী দর্শনীয় তেজ ধারণ করিতেছিলেন, সেই অকস্মাৎ আগত, তপস্যার উৎপত্তিস্থান এবং সর্ব্বাপদনিবারক মুনি বেদব্যাস, মূর্ত্তিমান পুণ্যসঞ্চয়ের ন্যায়, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে মহামুনি বেদব্যাসের নিকট বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের দীক্ষাগ্রহণ বর্ণিত হইতেছে—

নির্য্যায় বিদ্যাথ দিনাদিরম্যাদ্বিম্বা দিবার্কস্য মুখান্মহর্ষেঃ।
পার্থাননং বহ্নিকণাবদাতা দীপ্তিঃ স্ফুরৎপদ্মমিবাভিপেদে॥
যোগঞ্চ তং যোগ্যতমায় তস্মৈ তপঃ প্রভাবাৎ বিততার সদ্যঃ।
যেনাস্য তত্ত্বেষু কৃতেঽবভাসে সমুন্মিমীলেব চিরায় চক্ষুঃ॥

দিনপ্রারম্ভে মনোহর সূর্য্যবিম্ব হইতে দীপ্তি যেরূপ বিকসিত পদ্মে প্রবেশ করে, সেইরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল বিদ্যা, মহর্ষির মুখ হইতে নির্গত হইয়া পার্থের মুখে প্রবেশ করিল। ঋষি তপোপ্রভাব বশতঃ যোগ্যতম অর্জ্জুনকে তৎক্ষণাৎ যোগবিদ্যাও প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যোগবলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে পর, অর্জ্জুনের চক্ষু বহুকালের পর উন্মীলিতের ন্যায় হইল। অর্থাৎ বহুকাল ব্যাপী অন্ধত্বের পর, দৃষ্টি লাভের ন্যায়, সেই দিন তাঁহার প্রথম অজ্ঞানভঞ্জন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল।

ভট্টিকাব্য একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের রচনাপারিপাট্য এরূপ কৌশলময় যে, কাব্যখানি সুন্দর-রূপে আয়ত্ত করিলে, ব্যাকরণের সংস্কার সুদৃঢ় হয়। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থি ছাত্রগণের নিকট এই কাব্য অতীব আদরনীয়। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীরাম-চরিত। এই পুণ্যময় চরিত যতবার পাঠ বা শ্রবণ করা যাউক না কেন, প্রতিবারই নূতন ও প্রীতিপ্রদ। আমরা ভট্টিকাব্যের যে কয়টি শ্লোকে, সীতাহরণকালে রাবণের ছদ্মবেশ বর্ণিত হইয়াছে, সেই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

গতে তস্মিন্ জলশুচিঃ শুদ্ধদন্ রাবণঃ শিখী।
জংজপূকোঽক্ষমালাবান্ ধারয়ো মৃদলাবুনঃ॥
কমণ্ডলুকপালেন শিরসা চ মৃজাবতা।
সংবস্ত্র্য লাক্ষিকে বস্ত্রে মাত্রাঃ সংভাণ্ড্য দণ্ডবান্॥
অধীয়ন্নাত্মবিদ্বিদ্যাং ধারয়ন্ মস্করিব্রতম্।
বদন্ বহ্বঙ্গুলিস্ফোটং ভ্রূক্ষেপঞ্চ বিলোকয়ন্॥

সন্দিদর্শয়িষুঃ সাম নিজুহ্নূষুঃ স্বকপাটতাম্।
চংক্রমাবান্ সমাগত্য সীতামূচে সুখাভব॥

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে, রাবণ সন্ন্যাসী বেশে সীতার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"সুখে থাক"। তাঁহার দেহ স্নান দ্বারা পবিত্র হইয়াছে। দন্তগুলি অতি পরিষ্কার। মস্তকে জটা। হস্তে জপমালা। ক্রমাগত জপ করিতেছেন। মৃত্তিকাপূর্ণ অলাবু হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। হস্তে কমণ্ডলু ও নরমুণ্ডের অস্থি। মস্তক অতি নির্ম্মল। গেরুয়াবসন পরিধান। হস্তে দণ্ডধারণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর যোগ্য তাবৎ সামগ্রী আহরণ করিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ভাবভঙ্গি ধারণ করিয়াছেন। আঙ্গুলগুলি না মটকাইয়া কথা কহেন না। আর ভ্রু না উঁচু করিয়া কোন দিকে তাকান না। ভদ্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিজে যে রাক্ষস তাহা কোন মতে জানিতে দিতেছেন না। এই ভাবে তিনি ইতস্ততঃ বহু বিচরণ করিয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এইবার নৈষধ। এই কাব্যের বহু শ্লোকই বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত রচিত। অনেক শ্লোকের একাধিক অর্থ হইয়া থাকে। রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ এই সকল শ্লোক লইয়া রসচর্চ্চা করিতে ভাল বাসেন। এই কাব্যে নলদময়ন্তীর আখ্যান অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নৈষধের সহিত আমার এ পর্য্যন্ত পরিচয় অতি সামান্য। এই উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে আমি নিতান্তই অসমর্থ। তথাপি প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক নলরাজার পবিত্রচরিত্র স্মরণ বা কীর্ত্তন হিন্দুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে

গণ্য বলিয়া, গ্রন্থসূচনা হইতে ঐ রাজর্ষির কীর্ত্তিদ্যোতক দুইটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

নিপীয় যস্য ক্ষিতিরক্ষিণঃ কথাং
তথাদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামপি।
নলঃ সিতচ্ছত্রিত কীর্ত্তিমণ্ডলঃ
স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥
যদস্য যাত্রাসু বলোদ্ধতং রজঃ
স্ফুরৎপ্রতাপানলধূম মঞ্জিম।
তদেব গত্বা পতিতং সুধাম্বুধৌ
দধাতি পঙ্কীভবদঙ্কতাং বিধৌ॥

যে অবনীপালের কথামৃত পান করিয়া, পণ্ডিতগণ সুধাকেও আদর করেন না, সেই মহাতেজস্বী, মহাকায়, মহাশয় এবং মহাশোভাশালী মহারাজ নল, শ্বেতাতপত্রের ন্যায় নিজ যশঃপ্রভা দিঙ্মণ্ডলে ব্যাপ্ত করিয়া, বিরাজ করিতেন।

চন্দ্রদেব কলঙ্কী বলিয়া পরিচিত কেন জান? এই মহাবীর নলের অশ্বখুরোত্থিত ধূলিপটল দ্বারা কর্দ্দমায়িত সাগরে নিমজ্জিত ও পঙ্কলিপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই, চন্দ্রদেব কলঙ্কী।

হিন্দুর কাব্যশাস্ত্র সুবিস্তৃত। আমাদের উদ্ধৃত কাব্য সমুদয় ব্যতীত আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে। অভিজ্ঞান শকুন্তল ও উত্তর রামচরিত ব্যতীত কালিদাস ও ভবভূতি প্রণীত আরও কয়েক খানি প্রসিদ্ধ নাটক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গদ্য কাব্যের মধ্যে বাণভট্ট বিরচিত কাদম্বরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুর চিকিৎসা, জ্যোতিষ, এবং সঙ্গীতাদি শাস্ত্রও কবিতায় নিবদ্ধ। চিকিৎসা ও জ্যোতিষ অদ্যাপি ব্যবহারিক জগতে সুপ্রসিদ্ধ। ঐ সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কাব্যের সহিত সঙ্গীতের যে কি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নে সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। একটিতে রাগিনী বিভাষিকা, আর অপরটিতে রাগ বসন্তের মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আহা! কি কোমল, সুললিত, সুশ্রাব্য ভাষা! রাগ রাগিনীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে যেন অন্তরাত্মায় তাঁহাদের আবির্ভাবসুখ অনুভূত হয়!

নিদ্রালসা তোষিতপঞ্চবাণা বিলাসবেশা রসভাবযুক্তা।
বিশেষত স্তাণ্ডবলাস্যরক্তা প্রাতঃ প্রবুদ্ধাহিবিভাষিকেয়ং॥
চূতাঙ্কুরৈরেব কৃতাবতংসো বিঘূর্ণমানারুণপদ্মনেত্রঃ।
পীতাম্বরঃ কাঞ্চনচারুদেহো বসন্তরাগো যুবতীপ্রিয়শ্চ॥

এই রাগিণী বিভাষিকা নিদ্রালসা, পরিতৃপ্তকামা, বিলাসবেশধারিণী, সুরসিকা, বিশেষতঃ স্ত্রীজনোচিত নৃত্যাদিরক্তা। ইনি প্রাতে প্রবুদ্ধা হইয়াছেন।

বসন্ত রাগ আম্রমুকুলে কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছেন। প্রেমরাগে রঞ্জিত তাঁহার রক্তপদ্মনিভ নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত হইতেছে। ইনি পীতাম্বরপরিহিত, সুবর্ণকান্তিবিশিষ্ট-দেহধারী এবং যুবতীগণের মনোহর।

শুক্রনীতি নামক রাজনীতিবিষয়ক শাস্ত্রে রাজধর্ম্ম সবিস্তারে কীর্ত্তিত। ঐ গ্রন্থে, বিষাক্ত অন্ন পরীক্ষার

নিমিত্ত রাজাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ কৌতূহলপ্রদ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকগণ দেখিবেন এই নীরস শাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ কবিত্ব আছে—

বিষদোষভয়াদন্নং বিমৃশেৎ কপিকুক্কুটৈঃ।
হংসাঃ স্খলন্তি কূজন্তি ভৃঙ্গা নৃত্যন্তি মায়ূরাঃ।
বিরৌতি কুক্কুটো মাদ্যেৎ ক্রৌঞ্চো বৈ রেচতে কপিঃ।
হৃষ্টরোমা ভবেৎ বভ্রুঃ শারিকা বমতে তথা।
দৃষ্টৈবং সবিষং চান্নং তস্মাৎ ভোজ্যং পরীক্ষয়েৎ॥

রাজা বিষাদির ভয়ে কপি ও কুক্কুট প্রভৃতির দ্বারা অন্নাদি খাদ্য বস্তুর পরীক্ষা করিবেন। বিষাক্ত অন্নাদি দর্শনে, হংসগণস্খলিত হয়, ভ্রমরগণ শব্দায়মান হয়, ময়ূরগণ নৃত্য করে, কক্কুটগণ চীৎকার করে, বকপক্ষী মত্ততা প্রাপ্ত হয, বানরগণ রেচন করে, ভরদ্রাজ নামক কীট রোমাঞ্চিত হয় এবং শারিকাগণ বমন করে। অতএব এই সকল জীবের দ্বারা খাদ্যাদি পরীক্ষা করিয়া ভোজন করিবেন।

কামিনীগণের মোহিনী-শক্তি সম্বন্ধীয় আর তিনটি শ্লোক এই শাস্ত্র হইতে পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হইতেছে—

স্ত্রীণাং নামাপি সংহ্লাদি বিকরোত্যেব মানসং।
কিং পুনর্দ্দর্শনং তাসাং বিলাসোল্লাসিতভ্রুবাম্॥
রহঃ প্রচারকুশলা মৃদুগদ্‌গদ্‌ভাষিণী।
কং ন নারী বশীকুর্য্যান্নরং রক্তান্তলোচনা॥
মুনেরপি মনোবশ্যং সরাগং কুরুতেঽঙ্গনা।
জিতেন্দ্রিয়স্য কা বার্ত্তা কিং পুনশ্চাজিতাত্মনাম্॥

কামিনীগণের নামমাত্র শ্রবণ করিলেই, হৃদয়ে কেমন একটু সুখ অনুভূত হয় এবং চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়। যখন নাম শ্রবণ করিলেই এই রূপ হয়, তখন হাবভাবকটাক্ষসমন্বিতা প্রমদাগণকে দর্শন করিলে যে কি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গুহ্য বিষয় প্রকাশে পটীয়সী, মৃদু ও মধুরভাষিণী অরুণনেত্রা রমণী কোন্ পুরুষের হৃদয়কে বশভূত না করিতে পারে?

অঙ্গনাগণ জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের সুসংযত মনকেও যখন বশীভূত করিয়া প্রেমার্দ্র করিতে পারে, তখন তোমার আমার ন্যায় অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের আর কথা কি?

এই জন্যই বুঝি প্রবীণ ও সূক্ষ্মদর্শী মনু বলিয়াছেন—

মাত্রাস্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির ও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান যে, তাহারা জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

মহাবিজ্ঞ মহর্ষির কথা অতীব সত্য। তথাপি ভয় কি? কামাসুরের প্রতিকৃতি স্বরূপ পাষণ্ড পুরুষগণের সংহারের নিমিত্তই স্ত্রীরূপিণী আদ্যাশক্তির হাবভাব কটাক্ষাদি আয়ুধ-ধারণ। ভক্ত সন্তানের নিকট জননী-রূপিণী নারী চিরদিনই স্নেহময়ী, দয়াময়ী, বাৎসল্যময়ী। কোমলপ্রাণা মাতার নিকট স্নেহ ও করুণাভিখারি পুত্রের আবার ভয় কি?

এইবার আমরা কাব্যশাস্ত্র ত্যাগ করিয়া নীতি,

বৈরাগ্য, যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি—

নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় নীতিশতক হইতে গৃহীত হইল—

তে তে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় বিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

যাঁহারা স্বার্থত্যাগ করিয়া অপরের হিত চেষ্টা করেন তাঁহারা অবশ্য সৎপুরুষ। যাঁহারা নিজের ক্ষতি না করিয়া অপরের হিতসাধন করেন তাঁহাদিগকে সাধারণ মনুষ্যই বলিতে হইবে। যাহারা নিজের লাভের জন্য অপরের অমঙ্গল সাধন করে, তাহারা নিশ্চয়ই মনুষ্য নহে, রাক্ষস। কিন্তু যে সকল মূঢ় অকারণ, অর্থাৎ নিজের কোন লাভ না থাকিলেও, অপরের মন্দ করে, তাহাদিগকে আমরা কি নাম দিব জানি না।

কৃমিকুলচিতং লালাকীর্ণং বিগন্ধি জুগুপ্সিতং
নিরুপমরসপ্রীত্যাস্বাদন্নরাস্থি নিরামিষং।
সুরপতিমপি শ্বা পার্শ্বস্থং সশঙ্কমিবেক্ষতে
গণয়তি নহি ক্ষুদ্রলোকঃ পরিগ্রহফল্গুতাং॥

যেমন কুক্কুর কৃমিকুলে আকীর্ণ, লালাক্লিন্ন, মাংসশূন্য, দুর্গন্ধি নরের অস্থি, অতুল রসাস্বাদ সুখে চর্ব্বণ করিতে করিতে, পার্শ্বস্থ দেবরাজ ইন্দ্রকেও লক্ষ্য করে না, কেবল প্রাণ ভয়ে শশঙ্কচিত্তে এক একবার নিরীক্ষণ করে মাত্র, সেইরূপ মহান্ধ মনুষ্য বিষয় ভোগে নিরত হইয়া, পাছে কেহ তাহার ঐ ভোগ্য বস্তু কাড়িয়া লয়, এই চিন্তাতেই অস্থির থাকে। ব্রহ্মপদার্থের প্রতি একবারও মনোনিবেশ করে না। কেন না,

ক্ষুদ্রলোকে যাহা বুকে করিয়া রক্ষা করে তাহা যে কত তুচ্ছ পদার্থ তাহা তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

নিম্নলিখিত শ্লোককয়েকটি শান্তিশতক হইতে গৃহীত হইল—

উপশম ফলাদ্বিদ্যাবীজাৎ ফলং ধনমিচ্ছতাং
ভবতি বিফলোযৎপ্রারম্ভ স্তদত্র কিমদ্ভুতম্।
নিয়তবিষয়া হ্যেতে ভাবা ন যান্তি বিপর্য্যয়ং
জনয়তি যতঃ শালের্ব্বীজং ন জাতু যবাঙ্কুরং॥
তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাশি
তদ্ব্রহ্ম বাঞ্ছত বুধা যদি চেতনাস্তি।
সস্থানুষঙ্গত ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণজন্তুগতা বিভান্তি॥

উপশম যাহার ফল, সেই বিদ্যাবীজ হইতে যাঁহারা ধনরূপ ফলের প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্যম যে বিফল হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? যাহার যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সেই ফলের কখনই বিপর্য্যয় হয় না। কোথায় দেখা গিয়াছে যে, শালিধান্যের বীজ বপন করিলে, তাহা হইতে যবের অঙ্কুর উদ্গত হইল?

অতএব হে বুধগণ! যদি চৈতন্য থাকে, তাহা হইলে সেই অনন্ত, অবিনাশী, নিত্যপরিপূর্ণ ব্রহ্মপদার্থেরই কামনা কর। ব্রহ্ম সংস্রব লাভ হইলে এই যে ভুবনাধিপত্য ভোগাদি, ইহার ভোক্তাদিগকেও, দীনপ্রাণী বা দয়ার পাত্র, বলিয়া তোমাদিগের বিবেচনা হইবে।

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসন্মোহজনিতং
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম মনুতে॥

কামান্ধকারের মোহজনিত অজ্ঞান প্রভাবে পূর্ব্বে নিখিল জগৎ কেবল নারীময় নিরীক্ষণ করিতাম ; এক্ষণে বিবেকরূপ অঞ্জনের সংযোগ বশতঃ আমার দৃষ্টি সর্ব্বভূতে সমীভূত হইয়াছে। এখন আমি ত্রিভুবন কেবল ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিতেছি।

ধৈর্য্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরয়ং দয়া চ ভগিনী ভ্রাতা মনঃ সংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোপি বসনং জ্ঞানামৃতং ভোজনং
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্‌ভয়ং যোগিনঃ ॥

ধৈর্য্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা যাঁহার জননী, শান্তি যাঁহার প্রণয়িনী, সত্য যাঁহার পুত্র, দয়া যাঁহার ভগিনী, মনঃ সংযম ভ্রাতা, ভূমিতল শয্যা, দশদিকই বস্ত্র, জ্ঞানামৃত খাদ্য, সেই যোগিজনের কতগুলি কুটুম্ব বিবেচনা করিয়া দেখ। হে সখে! এরূপ সহায়বান্ ব্যক্তিকে আর কাহা হইতে ভয় করিতে হইবে ?

পুত্রদারাদি সংসারঃ পুংসাং সংমূঢ়চেতসাং।
বিদুষাং শাস্ত্রসংসারঃ সদ্‌যোগাভ্যাসবিঘ্নকৃৎ ॥

যাহারা নিতান্ত মূঢ়চিত্ত পুত্রদারাদিই তাহাদের সংসার এবং উহাই তাহাদের যোগাভ্যাসাদির বিঘ্নকৃৎ বা বিঘ্নকারী। আর পণ্ডিতগণের শাস্ত্রই সংসার, এবং উহাই তাহাদের যোগাভ্যাসের বিঘ্নকৃৎ অর্থাৎ যোগাভ্যাসের যাবতীয় বিঘ্নকে কৃন্তন বা ছেদন করে।

নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় বৈরাগ্যশতক হইতে সংগৃহীত—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং

ইন্দ্রিয়ভোগে রোগের ভয় আছে। কুল থাকিলেই কুলনাশের ভয় আছে। অর্থ থাকিলেই নৃপাদির ভয় আছে। মান থাকিলে দৈন্য আসিবার ভয় আছে। বল থাকিশে শত্রুভয় আছে। রূপ থাকিলে দুষ্ট স্ত্রী গণের মোহজালে পড়িবার ভয় আছে। পাণ্ডিত্য থাকিলে প্রতিবাদীর নিকট ভয় আছে। গুণ থাকিলে, খলের নিকট ভয় আছে। শরীর থাকিলে কৃতান্তের ভয় আছে। এইরূপ সমস্ত বস্তুই ভয়যুক্ত। একমাত্র বৈরাগ্যেই কোন ভয় নাই।

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রোদিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ॥

হে শম্ভো! কবে আমি সঙ্গশূন্য, লোভরহিত, শান্ত, পাণিপাত্র এবং দিগম্বর হইয়া (ভ্রমণ করিব)? কবে আমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইব?

এই সম্বন্ধে ভক্ত বৈষ্ণবেরও একটি প্রাণস্পর্শিনী প্রার্থনা প্রকটিত হইতেছে—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নামসকল কীর্ত্তন করিতে করিতে, বাষ্পবিগলিতনেত্র হইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইব?

ব্রহ্মানন্দব্যঞ্জক নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য বিরচিত—

বেদান্তবাক্যেষু সদারমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
বিশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

যাঁহারা বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, ভিক্ষান্নমাত্র লাভে যাঁহারা সন্তুষ্ট, যাঁহারা প্রফুল্ল মনে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, সেই কৌপীনধারী মহাপুরুষগণই ভাগ্যবান।

যাঁহারা আনন্দযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা সন্তোষসুখ ভোগ করিতেছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমুদয় শান্ত হইয়া গিয়াছে, দিবারাত্র যাঁহারা ব্রহ্ম-চিন্তায় ও ব্রহ্মসহবাসে আনন্দিত থাকেন, সেই কৌপীনধারী মহাপুরুষগণই ভাগ্যবান।

অগ্নিময়ী ভাষায় রচিত শ্রীশঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ মোহ-মুদ্গর হইতে সংসারের অনিত্যতা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্ত্বার প্রতিপাদক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ তত্ত্বংচিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥
মা কুরু ধনজন যৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়ামিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতিভবার্ণবতরণে নৌকা॥
যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মাকুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভবসমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদিবিষ্ণুত্বং॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণু র্ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং॥

কে তোমার স্ত্রী, কেইবা পুত্র, এই সংসার অতীব বিচিত্র। কেই বা তোমার পিতা, কোথা হইতে আসিয়াছ,হে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্ব চিন্তা কর।

ধন জন এবং যৌবনের গর্ব্ব করিও না। কারণ নিমেষের মধ্যেই কাল তাহা হরণ করিতে পারে। এই মায়াময় নিখিল প্রপঞ্চ ত্যাগ পূর্ব্বক শীঘ্র ব্রহ্মপদ জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হও।

পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন চঞ্চল, তেমনি জীবনও অতিশয় চঞ্চল। এই সংসারে, একমাত্র সাধুসঙ্গ, অল্প কালের জন্য হইলে ও ভবসংসার পারের নৌকা স্বরূপ হয়।

যতকাল জন্ম হইবে, ততকাল মরণও হইবে। এবং মরণের পর পুনর্ব্বার জননীগর্ভেও প্রবেশ করিতে হইবে। হে মানব! সংসারের এই স্পষ্টতর দোষ দেখিয়াও কিরূপে তোমার সন্তোষ হইতেছে?

শত্রু ও মিত্র, পুত্র ও বন্ধু, সন্ধি ও বিগ্রহ, এ সকলের কিছুতেই যত্ন করিও না। অচিরে যদি বিষ্ণুপদ লাভ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে, সকল বিরুদ্ধ বস্তুকে সমজ্ঞান কর।

তোমাতে, আমাতে এবং অন্য সকলেই বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। অতএব কেন বৃথা অসহিষ্ণু হইয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হও। সমস্ত বস্তু আপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত বস্তুতে দর্শন কর। দর্শন করিয়া সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর।

ব্রহ্মজ্ঞানীর বিক্ষোভবিরহিত হৃদয়ের যে কি সুন্দর পবিত্র ভাব, অষ্টাবক্রসংহিতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়—

নৈব প্রার্থয়তে লাভং নালাভে চানুশোচতি।
ধীরস্য শীতলং চিত্তং অমৃতেনৈব পূরিতং॥
ন শান্তং স্তৌতি নিষ্কামো ন দুষ্টমপি নিন্দতি।
সমদুঃখসুখস্তৃপ্তঃ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ন পশ্যতি॥
ধীরো ন দ্বেষ্টি সংসারং আত্মানং ন দিদৃক্ষতি।
হর্ষামর্ষবিনির্ম্মুক্তো ন মৃতো ন চ জীবতি॥

নিস্নেহঃ পুত্রদারাদৌ নিষ্কামো বিষয়েষু চ।
নিশ্চিন্তঃ স্বশরীরেঽপি নিরাশঃ শোভতে বুধঃ॥
পতত্বুদেতু বা দেহো নাস্য চিন্তা মহাত্মনঃ।
স্বভাবভূমিবিশ্রান্তি বিস্মৃতাশেষ সংসৃতে॥
অকিঞ্চনঃ কামচারো নির্দ্বন্দ্ব শ্ছিন্নসংশয়ঃ।
অসক্তঃ সর্ব্বভাবেষু কেবলো রমতে বুধঃ॥
নির্ম্মমঃ শোভতে ধীরঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
সুভিন্নহৃদয় গ্রন্থি র্বিনির্ধূত রজস্তমাঃ॥
সর্ব্বত্রানবধানস্য ন কিঞ্চিদ্বাসনা হৃদি।
মুক্তাত্মনো বিতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে॥
জানন্নপি ন জানাতি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
ব্রুবন্নপি ন চ ব্রূতে কোঽন্যো নির্ব্বাসনাদৃতে॥
ভিক্ষুর্ব্বা ভূপতির্ব্বাপি যো নিষ্কামঃ স শোভতে।
ভাবেষু গলিতা যস্য শোভনা শোভনা মতিঃ॥
ন সুখী ন চ বা দুঃখী ন বিরক্তো ন রাগবান্।
ন মুমুক্ষু র্ন বা মুক্তো ন কিঞ্চিন্ন চ কিঞ্চন॥
বিক্ষেপে হি ন বিক্ষিপ্তঃ সমাধৌ ন সমাধিমান্।
জাড্যেঽপি ন জড়ো ধন্যঃ পাণ্ডিত্যেঽপি ন পণ্ডিতঃ॥
মুক্তো যথাস্থিতিস্বস্থঃ কৃতকর্ত্তব্য নির্বৃতঃ।
সমঃ সর্ব্বত্র বৈতৃষ্ণ্যাৎ ন স্মরত্যকৃতং কৃতং॥
ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি॥
ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে॥

ধীর ও শান্তচিত্ত ব্যক্তির মন ব্রহ্মরূপ সুধাতে পরিপূর্ণ থাকে।

সুতরাং তাঁহার লাভেচ্ছা নাই, এবং অলাভেও দুঃখ নাই। কামনাহীন ব্যক্তি শান্ত ব্যক্তির স্তুতি করেন না, অশান্ত ব্যক্তির নিন্দাও করেন না। তিনি সুখ দুঃখ তুল্যজ্ঞান করেন, সুতরাং তিনি তৃপ্ত এবং কোন কার্য্যেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। ধীর ব্যক্তি অন্যের প্রতি হিংসা করেন না। নিজের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। তিনি হর্ষ বিষাদ শূন্য—মৃতও নহেন, জীবিতও নহেন। পণ্ডিত ব্যক্তি পুত্র কলত্রাদিতে মমতা করেন না, বিষয়াদিও ইচ্ছা করেন না, স্বীয় দেহের বিষয়ও চিন্তা করেন না। তিনি সমস্ত আশা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শোভা পাইয়া থাকেন। মহাত্মা ব্যক্তি স্বভাবভূমি, অর্থাৎ আত্মাতে বিশ্রামলাভ করেন বলিয়া সমস্ত সংসার বিস্মৃত হয়েন। দেহের পতনে বা উদয়ে তাঁহার কোন চিন্তা নাই। সুধী ব্যক্তি নিজে কিছুই ...ই মনে করিয়া সংশয়হীনচিত্তে যথেচ্ছা বিচরণ করেন, এবং সমস্ত বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া সুখে বিরাজ করেন। ধীর ব্যক্তি লোষ্ট, পাষাণ, সুবর্ণ সকলই সমান দেখেন। তিনি মমতারহিত, হৃদয়গ্রন্থি শূন্য এবং রজঃ তমোহীন হইয়া শোভিত হয়েন। সমস্ত বিষয়ে অনবধানতা বশতঃ বিষয়তৃষ্ণাহীন যুক্তাত্মা ব্যক্তির বিষয়বাসনা আদৌ নাই। এরূপ ব্যক্তির তুলনা জগতে কোথায়? কামনাহীন ব্যক্তি জানিয়াও জানেন না, দেখিয়াও দেখেন না, বলিয়াও বলেন না, অর্থাৎ তাঁহার কোন কর্ম্মেই লক্ষ্য নাই। যে জ্ঞানী পুরুষের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট কোন ভাবেই সংলগ্ন নহে, সেই নিষ্কাম ব্যক্তি ভিক্ষুই হউন, আর ভূপতিই হউন, সর্ব্বত্রই তিনি শোভা পাইয়া থাকেন। তিনি দুঃখীও নহেন, সুখীও নহেন, বিরক্তও নহেন, অনুরক্তও নহেন। মুক্তি ইচ্ছা করেন না, অথচ মুক্তও নহেন। তাঁহার কিছুই নাই, অথচ অকিঞ্চনও নহেন। বিষয়াদিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন অথচ জড় নহেন। পাণ্ডিত্য আছে, অথচ পণ্ডিত নহেন। অতএব এইরূপ ব্যক্তিই ধন্য। মুক্ত ব্যক্তি যে প্রকার

অবস্থায় থাকেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট, যে কর্ম্ম করিয়াছেন, বা যে কর্ম্ম করিবেন উভয়েই নিবৃ্ত। বাসনাহীন বলিয়া সমস্ত বিষয়ই সমান দেখেন, কৃত বা অকৃত বিষয় কিছুই স্মরণ করেন না। প্রশংসা শুনিলেও প্রীত হন না, নিন্দিত হইলেও ক্রুদ্ধ হন না। মরণে উদ্বিগ্ন নহেন, জীবিত থাকিলেও আনন্দিত নহেন। শান্তচিত্ত ব্যক্তি জনপূর্ণ স্থলেও গমন করেন না, বিজন কাননেও গমন করেন না। তিনি যে কোন ভাবে, যেখানে সেখানে, সকল সময়েই, অবস্থান করিতে পারেন।

নিত্যতন্ত্রে কৌলের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও প্রায় এইরূপ। বাহুল্য ভয়ে উহা আর আমরা উদ্ধৃত করিলাম না।

এইবার ব্রহ্মসংহিতা হইতে বিশ্বপাতার মহিমা-দ্যোতক কয়েকটি শ্লোক পাঠ করা হইতেছে—

একোপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থ পরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজাসমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রো-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যিনি এক হইয়াও কোটি জগদণ্ড রচনা করিতে সমর্থ, যাঁহার অন্তরে জগদণ্ড সমূহ অবস্থিতি করিতেছে, যিনি অণ্ডসমূহের অন্তরস্থ পরমাণুপুঞ্জের অভ্যান্তরবর্ত্তী, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

যে ভূতভাবন ভগবানের আজ্ঞায়, নিখিল জগতের প্রকাশক সর্ব্বগ্রহ-রাজ, অশেষতেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট, সর্ব্বদেবময় সূর্য্যদেব, সমগ্র গ্রহমণ্ডলীর সহিত শূন্য পথে পরিভ্রমণ করিয়া, কালচক্রের প্রবর্ত্তকরূপে পরিগণিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

সাধুগণ প্রেমাঞ্জন দ্বারা নির্ম্মলীকৃত ভক্তিরূপ নেত্রসাহায্যে যাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়দেশে অবলোকন করিয়া থাকেন, যিনি অচিন্ত্য গুণস্বরূপ শ্যাম-সুন্দর, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এইবার বৈষ্ণব কবি জয়দেবের সরস কবিতায় বসন্ত-বর্ণনা পাঠ করিয়া পুলকিত হই—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥
উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিকবধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥
মৃগমদসৌরভ-রভস-বশম্বদ-নবদলমাল-তমালে।
যুবজনহৃদয় বিদারণমনসিজ নখরুচি কিংশুকজালে॥

সখি! মন্দ, সুগন্ধি, স্নিগ্ধ মলয়ানিল সুকোমল লবঙ্গলতাকে আলিঙ্গন করিতেছে। মধুপদল-গুঞ্জন-সন্মিলিত পিককুলঝঙ্কার কুঞ্জ পরিপূর্ণ করি-তেছে। বিরহিজন-দুঃসহ এমন মধুর বসন্তে, শ্রীকৃষ্ণ যুবতীজন সহ নৃত্য করিয়া বিহার করিতেছেন। এই বসন্ত সময়ে, বিরহিগণ, বিষমকুসুম-শরে

ব্যথিত হইয়া বিলাপ করিতেছে ও পুষ্প সমাচ্ছন্ন বৃক্ষরাজি অলিকুল দ্বারা নিরতিশয় আকুল হইতেছে। এই বসন্তকালে নবপল্লবিত তমাল পাদপ-শ্রেণী কস্তুরিকার ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিতেছে। এবং যুবজনহৃদয় বিদারক রক্তলাঞ্ছিত কন্দর্পনখসদৃশ পলাশপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

এইবার প্রণয়কুপিতা অভিমানিনী শ্রীরাধিকার প্রতি নটবর শ্রীকৃষ্ণের চাটূক্তিপূর্ণ প্রণয়বাক্য সমূহ শ্রবণ করি। কিন্তু সাবধান! রসময়ী ও রহস্যময়ী কৃষ্ণলীলা কর্ণে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, যেন কামকলুষিত চিত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি বারিতে স্নাত থাকে। অন্যথা মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হইবে। হরিপাদপদ্ম-নিরত বিষয়বিরক্ত সাধু ভক্তেরাই কেবল এই উজ্জ্বলরস পান করিবার অধিকারী। এই রস পান করিয়া শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের কামবিকার কখন প্রবৃদ্ধ হয় না। বরং হৃদ্‌রোগ জনমের মত নিবারিত হয়। রসিকপ্রবর বলিতেছেন —

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী হরতি দর তিমির মতি ঘোরং।
স্ফুরদধর সীধবে তব বদন চন্দ্রমা রোচয়তি লোচন চকোরং।
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানং॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং ধারয়তি কোকনদরূপং।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপং॥
স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিতরতিরঙ্গপরভাগং।

ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগং
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিত বিকারং॥

প্রিয়ে চারুশীলে! আমার প্রতি তোমার অকারণ মান ত্যাগ কর। তুমি মানভরে অবস্থান করিতেছ, মদনানল আমার মনকে দগ্ধ করিতেছে। তোমার মুখকমলের মধু পান করিতে দাও, অন্তর্দাহ নিবারণ করিয়া আমি শীতল হই। হে প্রিয়ে! যদি তুমি একটি মাত্র কথা কহ, তাহা হইলে তোমার দশন-পঙ্‌ক্তি-কান্তি-কৌমুদী আমার ঘোর ভয়ান্ধকার হরণ করে। তোমার বদনচন্দ্র আমার নয়নচকোরকে তোমার উচ্ছলিত অধরসুধা পানে অভিলাষী করিতেছে।

তুমি আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, এই ভবসাগরে তুমিই আমার রত্ন। অতএব যাহাতে তুমি আমার প্রতি নিরন্তর অনুকূল থাক, তাহাতেই আমার অতিশয় যত্ন।

হে কৃশাঙ্গি! তোমার ইন্দীবরাক্ষি এক্ষণে রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করিয়া অনুরঞ্জিনী বিদ্যার পরিচয় দিতেছে। এক্ষণে ঐ বিদ্যা তুমি আমার উপর পরীক্ষা কর। যদি শ্যামরূপী তোমার কৃষ্ণকে দৃষ্টি দ্বারা অনুরঞ্জিত করিতে পার, তবে তাহাই তোমার লোচনের যোগ্য হইবে। হে মধুরভাষিণি! তুমি আজ্ঞা কর, আমার হৃদয়রঞ্জন স্থলকমলগঞ্জনকারী রতিরঙ্গে পরম-শোভাধারী, তোমার চরণদ্বয়কে সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি।

স্মরগরলনাশক, ভূষণস্বরূপ, বাঞ্ছাপ্রদ তোমার পদপল্লব আমার শিরোদেশে প্রদান কর। দারুণ মদনানলে আমার শরীর জ্বলিতেছে, তোমার পদপ্রদানে আমার সে বিকার দূরীভূত হউক।

এইবার ভাগবতের অমৃতধারা পান করিয়া অন্ত-

রাত্মাধে পরিপ্লুত করি। যে ব্রজসুন্দরীগণের মধুর-প্রেমে ভগবান স্বয়ং বাঁধা পড়িয়াছিলেন, প্রিয়বিরহে উন্মাদিনী সেই ব্রজাঙ্গনাগণের বিরহগীতি পাঠ করি—

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং, তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া, বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতিরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলং।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥
চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি।
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্॥
সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥
রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণং।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
ত্যজমনাক্ চ নস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥

ভাগঃ। ১০ম স্কন্ধ।

প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন, তৃণচর গবাদি পশুকুলেরও অনুগমনকারী, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নিকেতন, কালিয়নাগের ফণায় অর্পিত তোমার চরণকমল আমাদের স্তন সমূহে অর্পণ করিয়া আমাদিগের হৃদ্‌গত কামতরুকে ছেদন করিয়া ফেল।

হে পদ্মপলাশলোচন! বীর! বুধজনমনোহর মধুরপদগ্রথিত ত্বদীয় বাক্য দ্বারা বিমোহিত এই দাসীদিগকে অধরামৃত দ্বারা সঞ্জীবিত কর।

তাপিত জনের জীবনস্বরূপ, জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃকস্তুত, পাপনাশন, শ্রবণমঙ্গল শ্রীযুক্ত তোমার কথামৃত, এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন, নিশ্চয় তাঁহারা জন্মান্তরে বহুলদান অর্থাৎ পুণ্য করিয়াছিলেন।

হে প্রিয়! হে কপটাচারিন্! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেম নিরীক্ষণ, স্মরণমঙ্গল বিহার, এবং হৃদয়গ্রাহিণী নিভৃত সঙ্কেতক্রীড়া সকল, আমাদিগের চিত্ত ক্ষোভিত করিতেছে।

হে নাথ! হে কান্ত! তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে, ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার কমল সদৃশ সুকোমল চরণ, করকা ও তৃণাঙ্কুর হইতে যাতনা পায়, এই চিন্তায় আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে।

হে বীর! দিন শেষে তুমি যখন ধেনু লইয়া ফিরিয়া আইস তখন নিবিড়ধূলিপটলে ধূসরিত নীলবর্ণ কুন্তলে আবৃত তোমার মুখকমল মুহুর্মুহু দর্শন করাইয়া আমাদিগের মনে কামপীড়া উদ্দীপিত করিয়া দাও (কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ দাও না—ইহাতে তোমাকে কপট বলিব না ত কি বলিব?)

হে রমণ! হে আর্ত্তিহর! তোমার ঐ চরণকমল প্রণতজনের অভিলাষপূরক, লক্ষ্মীর করকমল দ্বারা সেবিত, পৃথিবীর ভূষণ, আপৎকালে চিন্তনীয়, স্মরণমাত্র আপদনিবারণ, এক্ষণে উহা আমাদিগের স্তনতটে প্রদান কর।

তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন ও শোকনাশন। শব্দায়মান বেণু সুন্দররূপে উহা চুম্বন করিয়া থাকে। ঐ অধরামৃত মানবগণের (সার্ব্ব-

ভৌমাদি) সুখেচ্ছারও বিস্মারক। তুমি আমাদিগকে তোমার ঐ অধর-সুধা বিতরণ কর।

তোমার কামোৎপাদিনী নিভৃত সঙ্কেতক্রীড়া, সহাস্যবদন, সপ্রেম-কটাক্ষ এবং লক্ষীর আবাসভূত বিশালবক্ষঃস্থল দেখিয়া আমাদিগের অত্যন্ত স্পৃহা জন্মিতেছে—মন তাহাতে বারম্বার মুগ্ধ হইতেছে।

হে কৃষ্ণ! তোমার অবতার ব্রজবাসিজনের ও বনবাসী মুনিদিগের দুঃখনিবারক এবং বিশ্বের অতিশয়মঙ্গলকারক। অতএব ত্বৎসম্বন্ধ লাভ বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত গোপীদিগকে তোমার নিজজন জানিয়া ইহাদিগের হৃদ্‌রোগের বিনাশন যে ত্বৎসম্বন্ধরূপ ঔষধ তাহা অন্ততঃ অত্যল্প পরিমাণেও প্রদান কর।

এই সকল পরমপবিত্র শ্লোক লৌকিক কামবিকারে কলুষিত নহে। হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশের কোন্ নিগূঢ় বাসনা যে, এই সকল শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভক্ত, আর ভক্তের প্রাণধন ভগবানই জানেন। সেই হৃদয়সর্ব্বস্বকে দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, দর্শন করিয়াও ভক্তের অনন্ত পিপাসা কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সতী নারীর যেমন পতিমুখ দর্শন লালসা হৃদয়ে সর্ব্বদাই বলবতী, সেইরূপ সেই জগৎপতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তও অনুক্ষণ লালায়িত। তাই বুঝি ভক্ত প্রাণেশের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাং॥

ভাগঃ। ষষ্ঠ স্কন্ধ।

অজাতপক্ষ বিহঙ্গশিশু যেমন স্বীয় জননীর নিমিত্ত কাতর হয়, ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যেমন মাতৃস্তন্ত পান করিবার জন্য লালায়িত হয়, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা বিষণ্ণা পত্নী যেমন প্রাণপতির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হন, হে পদ্মপলাশ লোচন! তোমাকে দর্শন করিবার জন্য আমার মন তেমনি ব্যাকুল হইতেছে।

তাই বুঝি সতীনারীর দৃষ্টান্ত দিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও নিজমুখে বলিয়াছেন—

> ময়ি নিবদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ
> বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥

ভাগঃ। ৯ম স্কন্ধ। ৫৬

পতিব্রতা নারীগণ যেমন ভক্তি বলে পতিকে বশীভূত করেন, সমদর্শী সাধুগণও তদ্রূপ, আমাতে হৃদয় সমর্পণ করিয়া, আমাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন।

ফলতঃ জীবহৃদয়ে ভগবদ্‌সঙ্গ লাভের যে অনন্ত পিপাসা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে মানবীয় উচ্ছ্বসিত প্রেমের উজ্জ্বল ভাষায় কেবল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণের প্রেম সাধারণ কামবিকার নহে, উহা সত্য সত্যই "নিকষিত হেম"। গোপীমাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ভক্তাবতার গৌরচন্দ্র, কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে, কখন কখন "গোপী" "গোপী" জপ করিতেন। যিনি গোপীতত্ত্ব না জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সেই গোপীজনবল্লভকে অবগত হওয়া দুঃসাধ্য।

এইবার আমরা মানসনেত্রে শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া জীবন ও জন্ম সার্থক করি —

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কণককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চমালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ। ভাগঃ।১০ম স্কন্ধ।

রূপ হেরিয়া নয়ন মন ভুলিয়া গেল, কিন্তু প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ত মিটিল না, তাই আবার দেখি—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতুপ্রবাল নটবেশ মনুব্রতাংসে।
বিন্যস্ত হস্ত মিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোল মুখাব্জহাসম্॥ ভাগ।১০ম স্কন্ধ।

আহা! কি হেরিলাম! বিশ্ববাসী তাবৎ প্রাণীকে যেরূপে মুগ্ধ করিয়াছ, হরি, এই কি তোমার সেই বিশ্ববিমোহন রূপ? শাস্ত্রে জানিয়াছিলাম তুমি নিরাকার, নির্ব্বিকার, অবাঙ্মনসগোচর। এখন দেখিতেছি যে তুমি তাবৎ সৌন্দর্য্যের সমষ্টি, রূপরাশির আধার, প্রেমময়, হাস্যময়, আনন্দময়, **শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র**। প্রভো! যাহা দেখিলাম তাহা যেন জন্মে জন্মে দেখি—আমার মন, প্রাণ আত্মা যেন ঐ রূপসাগরে চিরদিনের তরে ডুবিয়া থাকে। যাহা দেখিলাম তাহা বাক্যে প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। ইচ্ছা করে, 'সকলে মিলিয়া গলা ধরিয়া কাঁদি, হাসি,

আর নাচি! মদনমোহনকে তোমরা ত ভাই, সকলেই দেখিয়াছ। না দেখিয়া থাক ত ঐ দেখ— ঐ আমার—

ময়ূরপুচ্ছরচিতশিরোভূষণ, নটবরসদৃশশরীর, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুমধারী, কণকের ন্যায় পীতবর্ণ বসনপরিহিত, বৈজয়ন্তীমালা শোভিত ও গোপবৃন্দ কর্ত্তৃক গীতকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ, অধর সুধায় বেণুর রন্ধ্র সকল পূরণ করিতে করিতে স্বীয় চরণকমলস্পর্শে রমণীয় শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতেছেন।

ভাল করিয়া দেখ—

তাঁহার কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পরিধেয় বসন সুবর্ণতুল্য পীতবর্ণ, তিনি কণ্ঠস্থিত বনমালা, মস্তকস্থিত ময়ূরপুচ্ছ, অঙ্গস্থিত গৈরিকাদি ধাতু ও শীর্ষে উভয়পার্শ্ব ধৃত কোমল পত্র দ্বারা নটবেশে সজ্জিত। তিনি অনুব্রত গোপবালকের স্কন্ধে এক হস্ত স্থাপন করিয়া রহিয়াছেন, আর অপর হস্ত দ্বারা লীলাকমল ভ্রামণ করিতেছেন। তাহার শ্রবণযুগলে উৎপল, কপোলদ্বয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে হাস্য শোভা পাইতেছে।

আজ জনমের সাধ মিটিল। এস, ভাই সকল! একবার মুক্তকণ্ঠে সকলে হরিধ্বনি করিয়া জিহ্বাকে পবিত্র করি।

ভগবান্ ভক্তগণের মুখে নিজ কথা শ্রবণ করিতে বড় ভালবাসেন। তাই এইবার আমরা ভক্তকবিগণের ভক্তিসুধামিশ্রিত কতিপয় বাক্য পাঠকগণকে উপহার দিব। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিগ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মহাগ্রন্থের বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিতেছে। কিন্তু অল্প শিক্ষিত বক্তিগণের পক্ষে ইহা অবশ্য দুরূহ। আমি

অল্পজ্ঞ জনসাধারণকে "ভক্তমাল" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে ভক্ত ও ভগবানের অনেক অলৌকিক লীলা বর্ণিত আছে। কিন্তু অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী পাঠক যেন সেগুলি লইয়া উপহাস না করেন। ভগবদ্‌লীলা দুরবগাহ ও মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। ভগবানের নিকট সম্ভব অসম্ভব দুইই সমান। যিনি একটি সর্ষপ প্রমাণ ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ সৃষ্টি করিতে পারেন, এক বিন্দু রক্তকণা হইতে বিশালকায় জীব সৃষ্টি করিতে পারেন, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ বা অপ্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কি অসম্ভব, বল, ত, ভাই ? ফলতঃ বিশ্বাসী হও, আর লীলারহস্য বুঝিতে চেষ্টা কর ;— অচিরে দেখিবে, তুমি যে জগতের বিষয় এ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত আছ, তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র জগত আছে,—লীলা রসময় হরি সেই জগতে নিরন্তর লীলা করিতেছেন ; আর সমস্ত সাধুভক্ত তাঁহার সেই দৈবীলীলার সহায়তা করিতেছেন। ভক্তগণকে ছাড়িয়া ভগবান এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না, আর ভক্তগণও ভগবানকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ভক্তগণের সহিত ভগবানের এইরূপ খেলা চলিতেছে। এই ক্রীড়ারই প্রতিরূপ লীলা আমরা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন

লীলায় দেখিতে পাই। আর এই ক্রীড়ারই কোন কোন রহস্য "ভক্তমাল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সুতরাং, ভাই সকল, ভক্তমালকে কখন অগ্রাহ্য বা অনাদর করিও না। অপেক্ষাকৃত উন্নত পাঠকেরা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। শেষোক্ত গ্রন্থের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ আধুনিক জগতে আর কোথাও রচিত হইয়াছে কি না জানি না। ভক্তিপিপাসু ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গ্রন্থ পরম আদরের বস্তু; বস্তুতঃই এই গ্রন্থ যেন অমৃতের সরসী। যে যে উপায়ে দুঃখানল-দগ্ধ অশান্ত জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, সে সকলই ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ, যে মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তিনি নিজে ভগবদভক্তির উচ্চতম ও পূর্ণতম আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অলোকসামান্য চরিত্র স্মরণ করিলেও হৃদয় সরস ও প্রেমার্দ্র হয়। অতএব যিনি সংসারের দুঃখ জ্বালা জুড়াইতে চাহেন, এবং ভক্তিবারিতে স্নান করিয়া পূত হইতে চাহেন, তিনি যেন কদাপি "চৈতন্যচরিতামৃতে"র শান্তিময় সুশীতল সলিলে অবগাহন করিতে বিস্মৃত না হয়েন। আমরা শীঘ্রই ঐ অমূল্য গ্রন্থ হইতে কতিপয় ভক্তিরসাশ্রিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিব।

আপাততঃ দেবর্ষি নারদরচিত পঞ্চরাত্র হইতে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে—

আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং

ভগবানের আরাধনা যদি করিয়া থাক তবে আর তপস্যায় ফল কি? (অর্থাৎ তুমি ত অভীষ্ট বস্তু পাইয়াছ। ভগবানের আরাধনা যদি না করিয়া থাক, তাহা হইলেই বা তপস্যায় ফল কি? (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা বিনা অন্য তপস্যা নিরর্থক)। যদি অন্তর্বাহ্যে ভগবানকে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া থাক, তবে তোমার তপস্যায় ফল কি? (অর্থাৎ যে তপস্যায় অন্তর্বাহ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না, তাহা তপস্যা নহে, বৃথা শ্রম বা কষ্ট মাত্র)।

এইবার ভক্তবর বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে কয়েকটি মধুর শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো, র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

কি আশ্চর্য্য! এই প্রভুর শরীর অতিশয় মধুর। বদনমণ্ডল অতীব সুমধুর। মৃদুস্মিতই বা কি মধুগন্ধি! অহো! ইহাঁর সকলই মধুর, মধুর, মধুর।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরেত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা! হন্ত হা! হন্ত কথং নয়ামি॥

হে হরে। হে অনাথবন্ধো! হে একমাত্র করুণার সিন্ধু! হায়! তোমার দর্শন ব্যতীত এই অধন্য দিন সকল কি প্রকারে অতিবাহিত করিব।

হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

হে দেব ! হে প্রিয় ! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধো ! হে চপল। হে করুণার একমাত্র সিন্ধু ! হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নানন্দদায়ক ! হা ! হা ! কবে তুমি আমার নয়ন গোচর হইবে !

ভক্তকবি রূপগোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোকে ভক্তের স্বভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন—

বাগ্‌ভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্ত, স্তন্বা নমন্তোঽপি অনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তগণ দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া, এবং শরীরের দ্বারা নমস্কার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না। অশ্রু মোচন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত জীবন ভগবানেরই জন্য সমর্পণ করিয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত শ্লোকে কৃষ্ণনামের অসাধারণ মাধুর্য্য ও অলৌকিক গৌরব কীর্ত্তিত হইতেছে—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড় কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

জানি না "কৃষ্ণ" এই দুইটি বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই দুইটি বর্ণ যখন জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন (দুই একটি নয়, কিন্তু)

রসনাপঙ্‌ক্তি পাইবার অভিলাষ হয়, ঐ দুইটি বর্ণ শ্রবণ বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদসংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে, এবং মনোরূপ প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে, যাবতীয় ইন্দ্রিয় ব্যাপারই এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিম্নলিখিত অমৃতোপম শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই গ্রন্থের উপসংহার করিব—

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্॥ চৈঃ চঃ।

যাহা চিত্তদর্পণের মালিন্য বিদূরিত করে, সংসার দুঃখরূপ ভীষণ দাবদাহ নির্ব্বাপিত করে, চন্দ্রকরস্পর্শে কুমুদ যেমন আপনিই প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ যাহার অভ্যুদয়ে জীবের স্বতঃই শ্রেয়ঃ সিদ্ধ হয়, যাহা পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ, যাহা শ্রবণে আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং প্রতিপদে অমৃতের পূর্ণ আস্বাদ লাভ হয়, যাহা সমস্ত সন্তাপিত ইন্দ্রিয়কে প্রীতিরসে পরিস্নাত করিয়া সুশীতল করে, সেই শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন বিজয় লাভ করুক।

আমার শ্লোকমালা গাঁথা শেষ হইল। কাব্যকুঞ্জ ও শাস্ত্র তপোবনে ভ্রমণ করিতে করিতে যে কয়েকটি সুরভি পুষ্প আহরণ করিয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে কয়েকটী পুষ্প লইয়াই এই মালা। বৃন্তচ্যুতি ও আমার কঠিনকরস্পর্শ হেতু এই সুকুমার কুসুমগুলি কিয়ৎ পরিমাণে শ্রী ও সৌরভহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে

আবার মাল্য-রচনা-কৌশল আমার সুপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই এই শ্লোকমালা গ্রন্থনে আমি মনে মনে কতবার লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছি। কতবার মনে করিয়াছিলাম সাধ করিয়া যে মালা গাঁথিলাম, তাহা কখনই ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিবার যোগ্য হইবে না। কিন্তু অন্তর্যামী দয়াল ঠাকুর আমার অন্তরের দুঃখ বুঝিলেন। সেই লজ্জা-নিবারণ, ভয়হারী হরি যেন আমাকে তাঁহার ফুল্লকমল-নিভ সুশোভন অভয় হস্ত প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"ভয় কি?—আমি যে দীন সেবকের সকল উপহারই গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি ত জগজ্জনকে নিয়তই বলিতেছি—

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ভগবদ্গীতা।

পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, ভক্তিপূর্ব্বক যিনি আমাকে যাহা প্রদান করেন, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি।"

তাই করুণানিধান, দীনবন্ধু, ভক্তবৎসলের পাদপদ্মে এই মাল্য সমর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি। কিন্তু ভক্ত-সেবকগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি সেই শিখিপুচ্ছধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পপ্রিয় হইলেও, তুলসীদলের বড়ই ভক্ত। তাই বুঝি ভগবান নিজমুখেও পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও সেই ভক্ত ও ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত

বাক্যে নির্ভর করিয়া এই শ্লোকমালার সহিত হিন্দুসৎ-কর্ম্মমালা হইতে উদ্ধৃত আমার প্রার্থনারূপ কয়েকটি তুলসীপত্র সংযোজিত করিয়া দিলাম। অবশ্যই ইহাতে শ্রীহরির রাতুল শ্রীচরণ অধিকতর শোভান্বিত হইবে—

অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতং।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং॥
স্থিতিঃসেবাগতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তাস্তুতির্ব্বচঃ।
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন॥
প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং॥

হিন্দুসৎকর্ম্মমালা।

প্রভো! আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানে যে কিছু অপকর্ম্ম করিয়াছি, দয়া করিয়া তুমি সে সকল ক্ষমা কর। আর এই হতভাগ্যকে তোমার দাস বলিয়া গ্রহণ কর।

আমার পৃথিবীতে অবস্থান, দেব ও মনুষ্যাদির সেবা, স্বদেশে গমনা-গমন, বিদেশযাত্রা, শাস্ত্রাদি স্মরণ, বিষয়াদি চিন্তা, দেবতাদির স্তুতি এবং সকল প্রকার বাক্য কথন, যেন কেবল তোমারই নিমিত্ত এবং কেবল তোমাকে উদ্দেশ করিয়াই নিষ্পন্ন হয়।

হে নাথ! তোমার ইচ্ছায় আমার জীবাত্মা যদ্যপি সহস্রযোনি পরি-

ভ্রমণ করে, তথাপি হে হরি! যেন সেই সকল যোনিতে আমার ভক্তি কদাপি তোমা হইতে বিচলিত না হয়।

নাথ! আমি ত তোমার শ্রীচরণে অহর্নিশ সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি। কিন্তু হে মধুসূদন! আমাকে তোমার ক্রীতদাস মনে করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে।

হে গোবিন্দ! তুমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছ—"আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হইবে না"। তাই নাথ! তোমার অভয়-বাণীতে বুক্ বাঁধিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলাম।

এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিতমস্তু।

শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ শ্রীহরিঃ।

সমাপ্ত।